বৈরানের বাঁকে

মোঃ এনামুল হক তালুকদার

জলছবি প্রকাশন

বৈরানের বাঁকে ১

বৈরানের বাঁকে

মোঃ এনামুল হক তালুকদার

জলছবি প্রকাশন

বৈরানের বাঁকে ৩

বৈরানের বাঁকে

মোঃ এনামুল হক তালুকদার

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, শেখেরটেক, আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
সাজিদ হোসেন সাজিদ

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 078-984-94525-1-5

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট), ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com
www.rokomari.com

ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Author

Boiraner Bake, Written by **Md. Enamul Haq Talukder**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon,
Dhaka, Bangladesh, Published in Ekushye Boimela 2020

Price Taka 200, US $ 7

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা

মরহুম মতিয়ার রহমান তালুকদার

এবং

পরম শ্রদ্ধেয় মাতা

মোছাঃ হালিমা খাতুন

সূচিপত্র

বায়োকমতির দেহকোষ	১১	৩৭	শিক্ষক
হিজড়াপনা	১১	৩৮	হ্যান্ডসাম
বেনিয়ার পাতিহাঁস	১২	৩৮	মতলবটা কী
নষ্টামির জীবন	১২	৩৯	বেদন পাখি
জীবন খচিত কাব্য	১৩	৪০	সেই কবে কেঁদেছি
ঠাঁই নাই	১৩	৪১	কষ্টের হাট
মাতাল সুখের তণ্ডে	১৪	৪২	আগুনের খেলা আর খেলতে চাই না
খেলা বন্ধ কর	১৫	৪৩	পারলে ঠেকা
আমার একাল-সেকাল	১৬	৪৩	ও মানুষ ভালো হয়ে যাও
বৈরানের বাঁকে	১৭	৪৪	মন আর টলে না
যখন কেউ নেই	১৭	৪৫	হবু রাজার কাণ্ড
আর কত	১৮	৪৬	আমাদের মধ্যবিত্তপনা
অস্ফুট মৌমাছি	১৯	৪৭	আমি ঘুমোতে পারি না
এ যুগের লার্নার	২০	৪৮	চাইলেই পাওয়া যায় না
লক্ষ কোটি বীজের একটি	২০	৪৮	নষ্ট সময়
গ্রামে মা	২১	৪৯	হাউ মাউ খাও
আমি নিঃস্বার্থদের কথা বলছি	২২	৫০	শঙ্কায় থাকি
লাইসেন্সধারী পরিচিতি	২৩	৫১	বিষবাষ্পে আছি
জীবনের হালখাতা	২৪	৫২	থেরাপি
এক্কান ভালা কতা কও	২৪	৫২	আমি আর আমি আছি
গাঁয়ের ফকির গাঁয়ে ভিখ পায় না	২৫	৫৩	আষাঢ়ের শেষে
উদগীরণের ঘনত্ব	২৬	৫৪	কবিতা নেই কোনখানে
বেশ বেশ ডাক্তার	২৭	৫৪	বৃষ্টি এবং কর্মব্যস্ততা
পোশাকেতে নাহি যায় চেনা	২৭	৫৫	মধ্যবিত্তের বৃষ্টি
পাগলা বিড়াল	২৮	৫৫	আস্থার সংকট
দাঁত কেলানি	২৯	৫৬	ঠেকে শেখা ও দায় মিটানো
সিলভার ক্যাসেল থেকে পৌরপার্ক	৩০	৫৭	আর যেন থামে না
তোরা কে কে যাবি আয়	৩১	৫৮	আউল-বাউলের দেশে
সৎ-অসৎ	৩২	৫৯	মানুষ হয়ে উঠিনি এখনও
বিরক্তি আর যন্ত্রণা	৩৩	৫৯	সাধন-ভজন
বটবৃক্ষ বাবা	৩৪	৬০	বক ধার্মিক
মারো সেলফি	৩৪	৬০	আষাঢ়ে শিয়াল মামা
নষ্ট করিস কেন	৩৫	৬২	সোজা পথে হেঁটে যাও
বেমানান	৩৬	৬৩	ছাইপাশ
খাই খাই	৩৬	৬৩	আষাঢ় গরম

পিতা ৬৪
কৃষকের পোলা ৬৫
হায়রে জ্যৈষ্ঠ ৬৬
করুণা নয় ৬৬
সেদিনের ইফতার ৬৭
মানুষ না পদবী ৬৭
দুর্ঘটনার বলি ৬৮
এদিনের বাড়ি ফেরা ৬৯
ভাবছি শুধুই জিরো ৭০
আমি কোনো বিশেষ প্রাণী নই ৭০
দান-খয়রাত শিক্ষা ৭১
কেনা বাতাস ৭২
মাহে রমাদান ৭৩
ট্রাকবিহীন চলি ৭৪
এই মেয়ে- ৭৪
একটি পরীক্ষা এবং অতঃপর ৭৫
নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ৭৬
পরিণত বাঁশ ৭৭
জীবনের ঘুটি ৭৮
ছিটকে পড়া ৭৮
সত্যের কলাগাছ ৭৯
যন্ত্রণার টিকাদার ৮০
মাঝামাঝি ৮০
খাসিলত ৮১
পারদর্শী ৮১
বৈশাখ ৮২
ভক্তি ৮৩
বলাৎকার ৮৩
বেয়াদব ৮৪
মধ্যপদী ৮৫
হাল কভু ছেড়ো না ৮৬
টোকাই ৮৬
এ যুগের শিক্ষক ৮৭
তাণ্ডব জৌলুস ৮৮
যেখানে কবিতা থেমে যায় ৮৯
কবিতা তোমার জন্য ৯০
শূন্য মগ ৯০
বেলা-অবেলার গান ৯১
দেনা-পাওনার গান ৯২
কইছে কেডায় ৯২
ঘুম নেই ৯৩
অযোগ্য যোগ্যের কী বুঝবে? ৯৪

মুখবন্ধ

'কিছু একটা লেখা দরকার'–এ মানসিকতা নিয়েই মূলত লেখালেখির জগতে আমার প্রবেশ। কী লিখব পাঠ্যবই, না সাহিত্য–এই করে-করেই শেষবেলার দিকে চলে এলাম প্রায়। সঙ্গত কারণেই পাঠ্যবই লেখার প্রতি একটা অনীহা চলে এসেছে। তাহলে কী লিখব? এটা নিয়ে যখন ভাবছিলাম, তখন একজন সজ্জন বোদ্ধা কবির সান্নিধ্যেই প্রতিনিয়ত চলাফেরা আমার। তিনি স্বভাব কবি জসীম উদ্দীন মুহম্মদ। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর লেখা দেখে বা শুনে কোন না কোন শেয়ারিং চলতে থাকে। আস্তে-আস্তে কবিতার প্রতি আমার আগ্রহ জন্ম নিতে থাকে। অবশ্য এর আগে আমি যে টুকটাক বার্ষিকী, সাময়িকী বা দেয়াল পত্রিকায় লিখিনি, এমন নয়। আমি ভাবলাম, জীবনে ঘটে যাওয়া ঘাত-প্রতিঘাত, অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা তথা কর্মজীবনে জন্ম নেয়া মিশন-ভিশনগুলোর প্রতিফলন লেখনির মাধ্যমে ঘটানো যায় কিনা? মূলত এ কারণেই আমার কবিতা লেখা। তাছাড়া আমি সৃজনশীল, কারিকুলাম এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপার-এর অর্জিত অভিজ্ঞতা লেখনিতে নিয়ে আসতে পারি কিনা তাও একটা বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যা একজন শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর জন্য কিছুটা হলেও কাজে আসতে পারে। সর্বোপরি আমি আদ্যোপান্ত একজন ক্যাডেট এবং বিএনসিসি অফিসার। একজন ক্যাডেটের আদর্শের ব্রত আমার ধমনীতে মিশে আছে। সে কারণেই একজন পরিশ্রমী, স্বেচ্ছাশ্রমী, সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার সাহসিকতায় আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী।

আমি আমার চিন্তা-চেতনার জায়গা থেকে যা-ই লিখি না কেন, হয়তো তা সমালোচনার নিরিখে কোন শ্রেণি, পেশা বা ব্যক্তিজীবনকে আঘাত মনে হতে পারে। আসলে আমার যাবতীয় কর্মের উদ্দেশ্য কাউকে খাটো নয় বরং সম্মানিত করা; যা কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই। আমি মনে করি, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু সম্মান আছে। মূলতঃ সে লক্ষ্যেই আমার এ প্রথম ক্ষুদ্র প্রয়াস **'বৈরানের বাঁকে'**। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রণয়নে যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী, জাতীয় আরশি সাহিত্য পরিষদ ও ফেসবুক পাঠক, সহকর্মী, বন্ধু এবং সহধর্মিণী সবাইকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি উৎসাহ ও সহযোগিতার মূখ্য ভূমিকায় যিনি ছিলেন, সেই কবি ও কথাসাহিত্যিক জনাব জসীম উদ্দীন মুহম্মদ-কে আমার সালাম ও কৃতজ্ঞতা।

মো ঃ এনামুল হক তালুকদার

বয়োকমতির দেহকোষ

আমাকে কেবল নাদান বালকই মনে হয়
কৈশোরে তো নয়ই যুবকের হাতছানি সেটাও নয়
গোঁফ মোড়ানো পৌরুষ হয়ে উঠলাম না
এখনও শেখাশেখি মিলামিলিতেই আছি!

বিশ্বচরে নতুনের মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছি
অথচ আমার নাকের ডগায় কতই না আবাল
সাবালক হয়ে পারঙ্গমতার শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে
প্রতিনিয়ত তাদের কুরুকুণ্ঠি দর্শি!

আর যত না-বোধক শব্দের প্রক্ষেপণগুলো
আক্ষেপণে রূপান্তরিত হয়ে জন্ম নেয় হতাশা
নজরুল কিংবা সুকান্তকে অনুসরণ করি
হয়তবা তির্যক শব্দ-বারুদ ততটা প্রকম্পিত হবে না।

তবে কি এ অবস্থার হবে না আর কোন পরিবর্তন?
ব্যত্যয় ঘটবে না এহেন হঠাৎ কলা-কাণ্ডের বৃদ্ধির?
দুদণ্ড মাতমে বিস্ফোরিত হবে না ক্ষ্যাপা শব্দরোষ
এখানেই থমকে যায় কবির বয়োকমতির দেহকোষ।

হিজড়াপনা

নেই কোন মিলামিলির প্রেষণা
এখানে নিরুত্তাপ জল সহসা ফোটে না
অথচ বরফতুল্য উত্তাপও জোটে না
তাই নষ্টামী বা নষ্টালজিয়াও খেলে না।
এ যেন বাফারস্টেটি ফাঁকাফাঁকি থাকাথাকি
কখনও চমকে উঠা ঘন তুষারের মাখামাখি
নিমিষেই হঠাৎ থেমে যায় সে মাতলামি
অনুভবে চেয়ে থাকা দেখাদেখির ব্যঞ্জনা
এ যেন সাধারণ লিঙ্গধারীর হিজড়াপনা!

বেনিয়ার পাতিহাঁস

আমার আর স্কুল কামাই হলো না
দ্বৈত শাসনের পালা চলছেই যে–
দেশি বেনিয়া বনাম শাসক গোষ্ঠী
বেনিয়ার বায়না শাসকের সয় না!
তেমনি করেই বগলে পিঁয়াজ রাখা
আর গোবরে স্বর্ণের বার লুকানো–
এ যেন জলকামানের হীরক গোলা,
আব্বাসীয় রাজত্বে বার্মাকীদের উত্থান!
খেলাম আলু-সবজি, বেরুলো মাংস–
হায়রে রাজহংস! বংশ করে নাশ
ব্যর্থ শাসন বেনিয়ার পাঁতিহাঁস
বগলের রসায়ন এখন মূল্যের নির্যাস!

নষ্টামি জীবন

এখানে বিষণ্ন জীবন স্যাঁতসেঁতে বনের ব্যাঙসম
গল্পের ডাইনি উড়ে এসে যেন সেই প্রিয়া মম।
স্বপ্নাস্বপ্নের উড়াউড়ি পরীখেলা হঠাৎ ধপাস
ভয়ে জড়সড় কাঁপুনিতে থরথর ভালোলাগা হা-হুতাশ।
স্বপ্নের পরীখেলা আড়াআড়ি ডাকাডাকি এসবই আশা
বাঁকা চাহনির তির্যক রশ্মিতে বুক ধড়ফড়ানি ভালোবাসা।
এই তো সেদিন তবুও মনে হয় কালের ব্যবধান
হিসেবের খাতাতে মিলে না সম-সারের পতন।
যেমনি সিরাজ আর প্রজাকুল সদাচার জীবনী
স্বার্থের টানাপোড়েনে মাঝে জন্ম দেয় জাফরামি।
আগমন ঘটে বেনিয়ার শুরু দীর্ঘপথের গোলামি
বন্দিখাঁচায় পড়লো শিকল জীবন হলো নষ্টামি
সেই থেকে জন্ম যত অলক্ষণীয় সংস্কৃতির ফষ্টামি।

জীবন খচিত কাব্য

কাব্য রচি না কাব্য লিখি না কাব্যখচি
কাব্যহীন জীবন তো জীবনই নয়
কাব্য রচি বা লিখি তাই কি হয়?
জীবনটাই কাব্য হয়ে দেখা দেয়।
কাব্য দেখা যায় কাব্য ছোঁয়া যায়
কাব্য অনুভবের বিষয়ও–
কাব্য নুন দিয়ে পানি পানের মত
কাব্য এক পেয়ালা চা গ্রহণ।
প্রেয়সীর ফাঁদে হাবুডুবুর নাম কাব্য
তেমনি মায়ের সাথে পিতার ভালোবাসা
কিংবা বোনের সাথে ভাইয়ের
কাব্য যত মিলামিলিতে।
কাপড় কাঁচলে যেমন ময়লা
জীবন খচলে তেমনই কাব্য
কাব্য অনাহারীর না খেয়ে থাকা
কাব্য যত ব্যর্থ প্রেমিকের ভালোবাসা।

ঠাঁই নাই

জাগ দেয়া দুঃখগুলো পঁচে গেছে হয়ত–
দুঃখগুলো সহসাই হয়ত হবে না পোষতে
এভাবে প্রতিনিয়তই দুঃখরা আসে নতুন রূপে
চারা গজায় তরতর করে হয়ে উঠে সুডৌল।
সেই বেড়ে উঠাটাই কাল হয়ে উঠে শেষমেশ
এক ফসলি জমিতে হয় না তাদের মাথাগোঁজা
তাদের ঠাঁই মিলে না এই এক ফসলী মাটিতে।
অথচ কতই না চাষবাস হয় ভিন্ন ভূমিতে প্রতিনিয়ত
তাদের সে পোষিত, তোষিত, দুঃখগুলোই আজিকে
নতুন করে জন্ম দেয় হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, অহম
থাকে না কোনো রহম।

মাতাল সুখের তরে

টিংটিনাটিং সারিন্দা বাজাও
ঘুমের স্বর্গে বসে
ছটফটানির রাত কেটে যায়
হিসেবের খাতা কষে।

লাটাই ছেড়ে টানতে থাকো
সুখ কুড়াবে বলে
ভয়ে পত পত উড়তে থাকে
হঠাৎ যায় না খুলে।

চটাং-পটাং, ফটফটানি
মাতাল সুখের তরে
যত পৃষ্ঠ-কষ্টের ভার বহনি
যোগানদারের পরে।
কষ্ট-সুখের দল বেঁধেছিস
শান্তি-সুখের তরে
একপেশেতে সইবে কেন
বিসুখ করে ঘরে।

সরলীকরণ হয় না কেন
চলনের মত ও পথে
হামভরা ভাবটি ছাড়ো
কেন চল না সাথে।

খেলা বন্ধ কর

দ্বিজাতি তত্ত্বের ধ্বজাধারী তোরা
তোরা ভাষা লুটেরার দল,
লোভাতুর মানুষ তোদের
বেঈমান, কৃতঘ্ন প্রকৃতি যাদের।

ধিক্ ধিক্ বলে যারা ভেঙ্গেছিল তালা
মানেনিকো বাধা পারেনিকো আটকাতে
জ্বলনে, বলনে, ধ্বনিত কম্পনে মিথ্যাতে
বৃদ্ধাঙ্গুলিতে 'না' হয়েছে বিচারের ফলা।

ধ্বনিত, রণিত হয়েছে মুক্তির গাঁথা
আকাশে-বাতাসে প্রকম্পিত হলো
নব দিগন্তের কবিতা রচিত হলো
কালের সাক্ষী হয়েছে যত জাতিব্যথা।

তত্ত্বের তাত্ত্বিকতায় মন্ত্র-তন্ত্রের আবিষ্কারে
জাতিভেদের দাম্ভিকতায় অসম টালমাটাল
জোট-ফোট, ক্রিকেট-ফিকেটের ঢামাঢোল
হবে কি নিস্তার তাতে এসব ফন্দি-ফিকিরে।

বন্যেরা বনেই মানায়, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে
অসম বৈরিতা ও অহমত্বের কৃপানলে
কাঙ্ক্ষিত ঐতিহ্যের বেড়াজাল পেরিয়ে
বেরুতে চাসকি তুই, তরু হয়ে ভুঁইফোড়ে?

পারবি কি পারবি না সেকথা পরে
সিয়ানে সিয়ানে খেলা
অতীতে তা দেখেছিস মেলা
পূর্বের পারা-না পারা কাব্য ভুলি কেমনে?

আমার একাল-সেকাল

ইদানিং শহরেই থাকি
গাও-গেরামে যাওয়া হয় না তেমন একটা
শহর-গেরামের সম্পর্কের টানাপোড়েন
আমাকে আর সেদিকে টানে না।
অথচ এই যেন সেদিনের কথা–
মানসা গরু অথবা
পরীক্ষা পূর্বের একটানা ক্লাসধারী
একাডেমি শিক্ষার্থীর মতো
এই গ্রাম আমাকে টানতো!

সেখানের বকুল, মফিজ, শিউলিরা
সেখানের গাদম, কানামাছি, টুক্কুরু
সে কী যে টান–কী যে আকর্ষণ
সে যেন এক বাসরী ভালোবাসা–
অথবা সদ্য প্রসবকারিণীর
সন্তানের প্রতি হৃদ্যটানসম!

ডাংগুলি, মার্বেল না খেললেও
স্কুলের ফাঁকে বড়শিতে মাছধরা
বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল, হাডুডু খেলেছি ঢের,
বর্ষায় নৌকাবাইচ সে তো ছিল ইচ্ছের ফের।
অথচ সে দিনগুলো আর ফিরে না...

বৈরানের বাঁকে

যমুনা গর্ভে জন্ম ঝিনাইয়ের বৈরান
সেথায় মিশে আছে যত শৈশবের গান
বৈরান আমার গর্ব ক্লেশ মোচন সর্ব
বৈরানেতে গোসল সারি মিলি যত পর্ব।
নদীটা ঘিরে রয়েছে আমার প্রিয় গাঁও
নদী পার হলে তুমি দেখবে যদি যাও
খেয়ার লাগি বসে আছে স্কুলগামী ছাও
ওপারে পারাপারের আর নাইকো ভাউ।
হাট-বাজার, স্কুল যত নদীর ওই পাড়ে
স্কুলের ছেলেমেয়েরা জমতো খেয়াপারে
আদাব-সালাম, লাজ-শরম, মেশামেশি
পারাপারের মাঝেতে শেখাতো এই নদী।
ভরা বানের মাঝে নৌকা যেতো পাল তুলে
নদী পারের সময় কাটতো মন খুলে
বেদে মেয়ের রূপের বাহারে মন দোলা
পানসী নায়ের নায়েরকে কি যায় ভুলা?
ঝাকি জাল আর বড়শি দিয়ে মাছ ধরা
আহ! সেদিনের স্মৃতিগুলো সব মন কাড়া!
সন্ধ্যাবধি আড্ডা চলে থামে না শেষমেশ
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তে চলে অনিমেষ।
সেই বৈরানের ঘাটে নাইকো আজি খেয়া
খেয়া ছাড়া নদীটাতে আছে শুধুই মায়া।
নদীটার কাছে যেন ঋণের নাই শেষ
নদী তীরের পাশের গ্রামে মরণ হলে বেশ।

যখন কেউ নেই

যখন কেউ নেই তখন আমি ঠিকই
তালচূড়ায় চিলছানার শীত চেচানো
এদিকে সুখনিদ্রার নাক গোঙ্গানি
আমি মাঝরাতের সফর দফাদার–।

রাত্রি শেষে শেষ মানুষের মৃত্যু গুনি
কিংবা সদ্য আগত অতিথিকে–
স্বাগত জানাতে সদা উদ্ধ্যত–হা হা হা
শালার পয়দা করা চাকরি একখান!
আমিষ খেলেও গোবর যেন–
মোটা কিংবা শুকনা কোনটাই না
হাঁটলে বসে থাকার মতই–হা হা হা
এর চেয়ে বেশি না; একটুও না।
মানুষের কবিতা; কবিতার মানুষ না
ঝাঁকিতে ঝড়ে না; কুড়াবে কেমনে?
ভ্রমবিষে মরে না, অথচ সারানোর নাম নেই
শালা জঙ এর গুষ্ঠি, তোর বাড়ি কৈরে?

আর কত

আর কত মুখ বুঁজে থাকবি?
কতকাল রচিবি কলুর উপন্যাস
লাঙ্গলের ফলার সোনার দানারা কি-
শুধুই রয়ে যাবে কাব্যের উপাদান?

চিরায়ত জরাপীড়িতদের হুঁশ
ফিরিবে না কোন কি কোপানলের তপ্ততায়
নাকি কোন রোদ্দুরের হাতছানিতে
শঙ্কিত হবে না তাদের দেহকোষ!

কালের চক্রে বিশ্বায়নের সুবাতাস
পড়লো বুঝি তাদের বালুতপ্তময় গায়
ছেক করে উঠলো বুঝি ধায়
কেহ নাহি বুঝুক টের সে ঠিকই পায়।

তাড়িত হলো বুঝি ফিরিল শঙ্কা
দুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল হিয়া
মনগগনে বাজিয়া উঠিল ডঙ্কা

‘জাগো বাহে কোনঠে সবাই–’!
তুরান-পুরান ধ্বজাধারীর বুঝি শেষ
আশাহতদের চিত্তে জাগিল আশা
চাঞ্চল্যতার বুঝি স্থানান্তরণ ঘটিল
আকুল হইল মন লাগিল বেশ!

অস্ফুট মৌমাছি

একটা বিষয় মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে
কী যেন একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করার আছে?
কাকে ডাকব মাকে, না বিধাতাকে ঠিক বুঝছি না
কী জিজ্ঞেস করব ঠিক তাও জানি না
শুধু জানি কী যেন বলার আছে আমার!

কী যেন একটা বুকের মধ্যে দলা বেঁধে আছে
এটা কি কোন অস্ফুট ব্যথা বা যন্ত্রণার ফোঁড়া?
নাকি একটার পর একটা স্থাবর হারানো
নদীভাঙ্গা সর্বহারার বুকচাপা আর্তনাদ?

এবার না হয় মাকেই বলবো;
অনেক শঙ্কা ডরে, পৌঁছিলাম মায়ের তরে
মা, এমন কেন হয়?
সবার ক্ষেত্রে যা, আমার বেলায় হয় না কেন তা?

মা হতচকিতে বললেন, কী হয়েছে তোর বাছা?
চাকরির বিপদ-টিপদ না তো? না কোন অসুখ-বিসুখ?
না-না মা, কিছু না, ওসব কিছু হয়নি আমার
হায়রে আমার মা, জন্মদাত্রী মা আমার
আমাকে নিয়ে তাঁর শুধু একটাই জপ
বলতে গেলাম যা– ভুলে গেলাম সব!

এ যুগের লার্নার

এ যুগের লার্নার
বুদ্ধিতে মেলা ভার
সে যেন বার্নেস
কমে না ফার্নেস।

পড়া ধরায় পড়া পারায়
যদি থাকে ইস্কুলে
ফটফট ঝটপট
গতি তার পিক্সেলে।

তত্ত্বে বা তথ্যে
ঘয় না কভু ভুল
শঙ্কিত হলে পরে
ভার্চুয়ালে খুঁজে মূল।

পীড়াপীড়ির বাজারে
যদি হয় বিস্মিত
কর্মটা ঠিক করে
হয়ে নেয় নিশ্চিত।

লক্ষ-কোটি বীজের একটি

এই সেই উর্বর ভূমি
যে জমিতে অঙ্কুরিত হয়েছিলো
লক্ষ-কোটি বীজের একটি,
যে বীজে নিউক্লিয়াস সমৃদ্ধ প্লাস্টিড ছিলো
দুর্দান্ত কোষপ্রাচীর ঘেরা বোমসদৃশ; সেটিতে
বাকি ছিলো না–নির কিংবা দিবাকরের মত
উপযোগী অনুকূল উপাদান।

কালাপাহাড়ের মত দুর্গমতা ভেদী সেই বীজের
একদিন অঙ্কুরোদগম হলো;
ফুজি, ভিসুভিয়াসসম উত্তাপিত
বিটোফেনের হৃদ-স্পন্দিত সঙ্গীতের ধ্বনির মত
প্রতিকূলে বেড়ে উঠা উদ্ভিদকূল মুক্তির আশায়।

অপ্রতিরোধ্য সেই স্বপ্নদ্রষ্টা
সদ্য অঙ্কুরিত সেই তরুকে
স্বাগত জানালো।

শুরু হলো দুর্ণিপাক, মহাপ্রলয়, ঘূর্ণি
ধ্বজাধারী বিটপের দল হলো চূর্ণি
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী উর্বর এ ধরায়
স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশিত হলো
স্বীকৃত হলো লক্ষ-কোটি বীজের একটি!

গ্রামে মা

মাকে অনেক মিস করি
মনে পড়লেই ইস্ করি
মাঝে মধ্যেই হাফ ছাড়ি
হায়রে মা রয়েছে বাড়ি!

গাঁ-গেরামের মায়া ছাড়ি
শহরেতে দেই যে পাড়ি
ব্যস্ত সময় পার করি
বহুদিন যাই না বাড়ি!

টাকাকড়ি আরও শাড়ি
মা আমার চায় না তারি
বলে, 'যখন ছুটি পাও-
সময় করে দেখে যাও।'

বর্গাদারে হাল মিটাও
এটা সেটা নিয়েও যাও
যতই কর আয় উন্নতি
বাপের জমি বড় অতি।

মা আমার বয়স মেলা
পরে বুঝি শেষের বেলা
কখন কি যে ঘটে ক্ষতি
বিষণ্ন তাই মন অতি!

আমি সেই নিঃস্বার্থদের কথা বলছি

যাঁরা আমাকে বর্ণিল করেছে আত্মমিশ্রিত ভালোবাসায়
সেই আত্মত্যাগীদের ছালাম–
যাদের ঠাসানো ডাণ্ডার উষ্ণ আদরে মিশে আছে আমার মানুষ হওয়ার আত্মকাহন–
আমি সেই উষ্ণতার কথা বলছি।
যাঁরা খুঁজেনি বা বুঝেনি আমার ভবিষ্যৎ কর্মা-কর্ম
সেই অবোধ পণ্ডিতদেরই আমি স্মরি।

যাদের নিয়ন্ত্রিত লাগাম চাপুনিতে মিশে আছে
আমার নিয়ন্ত্রণের শপথ–
আমি সেই অবোধদের কথা বলছি।
যাঁরা কখনো ভাবেনি ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয়ের খতিয়ান
সেই বেহিসেবি দানবীরদের কথা বলছি।

যাদের নিষেধাজ্ঞা রাজাজ্ঞাকেও হার মানিয়েছে
উল্লম্ফনি আচরণের মহার্ঘ
আমি সেই বেহিসেবিদের কথা বলছি।
যাঁরা স্বার্থহীন ব্রত নিয়ে জীবনকে করেছে উৎসর্গ
সেই নিঃস্বার্থ কারিগরদের ইনামের কথা বলছি।

যাদের প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্যয় আমাকে করেছে আত্মপ্রত্যয়ী
তিরতির করে বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দেশপ্রেম, সুনাম–-
আমি সেই নিঃস্বার্থদের কথা বলছি।

লাইসেন্সধারী পরিচিতি

আছে কি তোমার পিতৃ পরিচয় কোন?
নাকি শুধুই একা উঠতে সচেষ্ট হেন,
পারবে কি নিজেকে পরিচিত করতে?
পারবে কি ময়ূরের পেখমের মত তুলে ধরতে?
হয়ত বা পারবে হয়ত বা পারবে না।

হায়রে মাথা মোটা পাগলের দল–
আছেকি সাথে মাথা? মাথায় হাত দিয়ে বল,
তিন পাতা পড়লেই চলে–
বাকিটা কি বাপ-দাদা পড়ে গেছে? তাতেই হলো-
হাতে বা মাথায় শুধু দরকার আলাদা ফেলো!

আছেকি ঐতিহ্য কিংবা বুনিয়াদি কোন?
যতই জাপানি উদাহরণ টানো–
কোরিয়া, চায়না বা টাইগার অর্থ লাভের
এখানে তা খাটে শুধু তৈরি পোষাকের স্বল্পায়ীদের
ধ্বজাধারী, বেনিয়া, সামন্তের পরিবর্তন হয়নি কোনো!

আমলা-পেশাদারের সাথে তন্ত্র-মন্ত্র মিশেছে যত
রাজনীতিকরা গদগদ তাদের তোষণেই সদা রত।
আর ধ্বজাধারী, ঠিকাদারীদেরতো কথাই নেই–
সেখানে হঠাৎ ঠাঁই করার দুঃসাধ্য হবে কি কারো?
হতে পারে, হবে হয়ত; নতুন তন্ত্র জন্মে যদি পারো!

জীবনের হালখাতা

মারো ঠেলা হাইয়ো–
আরো জোরে হেইয়ো–
এমনি যাঁতাকলে পিষ্ট
জীবনের চাকা যেন আর ঘুরে না!

বলদের কলুরা আর নেই
সেথায় জুড়েছে মহাজনী চাকা
নয়টা পাঁচটার নব্য-সভ্য যুগেও
জীবনের দাম তাতেও কেন মিটে না?

সময়-টাকা, টাকা-সময়
ধানাই-পানাই, পানাই-ধানাই
ধেত্তেরি সব তান্ত্রিক-ফান্ত্রিক
মিলেছে মুক্তি তাতে? জীবনের ছুটি নেই!

মিটায়ে হণ্যে মাগে ধন্য
কৃতঘ্নতার ফিডবেকে হয়ে বিবর্ণ
ডাউনিং মোডে তার জীবনের কবিতায়
স্থবিরতা নেমে আসে হিসেব তার মিলবে কি!

এক্কান ভালা কতা কও

মারামারি, হানাহানি এইতা বাদ দেও
আয়-উন্নতি, শিল্প-কারখানা
হতেও পারে সেনিটারি পায়খানা
এইতা কতা কও।

ও মনু, এক্কান ভালা সংবাদ দেও
খুন-খারাবি, ছিনতাই এইতা এহন থও
স্বাস্থ্যসেবা, পয়-পরিষ্কার
হতেও পারে ছোট আবিষ্কার
কেন তা বাদ দেও?

ও মনু এক্কান আগাম কতা কও
গলাকাটা, ধর্ষণ এইতা বাদ দেও
ফেন্সি-ইয়াবা, ঘুষ-দুর্নীতি
হতেও পারে বিপ্লবী কৃষিনীতি
কেন এসবের চোখ এড়াও?

ও মনু এক্কান খাঁটি কতা কও
চাঁদাবাজি, মাস্তানি এইতা বাদ দেও
জুয়া-ক্যাসিনো, ঋণ-খেলাপি
হতেও পারে বিশুদ্ধ রাজনীতি
কেন সেসব এড়িয়ে যাও?

গাঁয়ের ফকির গাঁয়ে ভিখ পায় না

গাঁয়ের ফকির গাঁয়ে ভিখ পায় না
সে যত বিখ্যাত বা প্রখ্যাতই হোক
হোক না সে যত বড় কবি কিংবা লেখক!
গায়ক, পটুয়া, পরোপকারি কিংবা
নতুন কোন চিন্তা-চেতনার উদ্ভাবক!

চেহারা ভালো, আচরণও ভালো বলেই
বিক্রি হয়েছিল ক্রীতদাসরূপে–
ইতিহাস তাঁকে ভুলেনি, সে হারায়নি
উপেক্ষা আর অবজ্ঞার ধাক্কা তাঁকে
দাসদের কাছে করেছে শিরোমণি!

যে পেয়েছে কুর্ণিশ; তিনি ইলতুৎমিশ।
কে ঠেকায় আর?
ব্যাটারির আয়ু থাকলে জ্বলবেই
তাবিজ-কবজ পেরেছে ঠেকাতে?
বরং ধিকৃত হয়েছে–
কুড়িয়েছে কুখ্যাতির কবিরাজ
কর্ম-কুশলির উত্তাপ উদ্বায়ু হয়
এ কোন মৌসুমি বৃষ্টির কার্বন পতন নয়!

উদগীরণের ঘনত্ব

কী নিবি আর?
কীই-বা আছে বাকি
যা চেয়ে বা না চেয়ে পেয়েছিস তো সবি
নাকি পেয়েছিস অন্যকিছু?

হাড্ডিসার দেহে এই সামান্য মাংসটুকুই তো বাকি
না-হয় সাথে কিছু তরুণাস্থি,
আর না-হয় কিছু অস্থিমজ্জাই বাকি বড়জোর!

কী চাস তুই?
ফুসফুসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, নাকি–
শ্বাসনালীর কণ্ঠচেপে আমার শ্বাসযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ?
নাকি কেবলই আমার আমি?

বলতো কী পেলে তুই খুশি?
হৃৎপিণ্ডের চোরাগলি নাকি
রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধ করে দিতে
ইতিহাসের মূত্রথলি?

তাহলে কী চাস?
পিত্তের রসক্রিয়া নাকি
হজমে বিঘ্ন ঘটানো হেমলক
নাকি মলাধারের বৃহদান্ত্র?

এও কী চাস?
টনসিল কেটে নেয়া হোক, নাকি
সুগন্ধযুক্ত সমাজে গন্ধহীন বেঁচে থাকা
নাকি শুধুই উদগীরণের ঘনত্ব?

বেশ বেশ ডাক্তার

পিতায় কয় হোমিও ডাক্তারকে–
ডাক্তার সাহেব চলেন লগে
ছেলের চিন্তায় শেষ
ডাক্তার সাব কয় বেশ, বেশ!
মেঝো ছেলে পাতলায় মরে
জীবন প্রায় যাবার তরে
ভয়ে আছি আমি অশেষ
ডাক্তার সাব কয় বেশ বেশ!

ডাক্তার সাহেব এবার শুনেন
দয়া করে বাড়ি চলেন
ভাবনা যেন অনিঃশেষ
ডাক্তার সাব কয় বেশ বেশ!

রাখেন তো আপনার বেশ বেশ
এই নিলাম ওষুধের কেস
হবে না হতে আর ফ্রেস
ডাক্তার বাবু বলেন অবশেষ
তাহলে চলো বেশ–বেশ–বেশ!

পোশাকেতে নাহি যায় চেনা

ভিতরে গরল বাহিরে সরল
ভাবখানি যেন সবার মোড়ল
কাম ভাগানির ফন্দি ফিকির
তার লাইগ্যা যত যিকির!

কানাকানি গীবত গাওনি
ফুসুর ফুসুর পীর বাঁজনি
দাওয়াখানায় খানা খাওনি
পর্বে কায়দায় গিফট আননি!

অন্যের কাঁধে দায়িত্ব চাপুনি
ডিউটি ছাড়ি কামেল সাজুনি
দায় এড়িয়ে কামলা বানানি
কপালে কি মুক্তি মিলবেনি?

ব্যক্তি-বিশেষের মন কাড়নি
অন্যের পাতে গরল ঢালনি
অনর্গল হেদায়েত আওড়ানি
পোশাকেতে নাহি যায় চেননি!

পাগলা বিড়াল

বিড়াল তো নয় সে
যেন একটা খরগোশ
ধরতে গেলে তাকে
খাড়া কানে দেয় ফোঁস!

দিকবিদিক না দেখে
লাফ একটা মারে ঝুট
লম্ফ আর ঝম্ফে
নাকে মুখে খায় চোট!

নাকেমুখে চোট নিয়ে
ব্যথায় মিঁউ মিঁউ করছে
থুতনি বেয়ে বেয়ে
অশ্রু ঝরে পড়ছে!

ডাক্তারের বড়ি খেয়ে
ব্যথা যেই কমছে
আহলাদের চোটে নাহি
লম্ফ ঝম্ফ মারছে!

দাঁত কেলানি

হাক্কুর-হুক্কুর দাঁত কেলানি
কাটাছেঁড়া পোশাক পরনি
বরফি পোড়া খাবার খাওনি
পয়সা কামানির পড়া-পড়নি।

চামড়া ফাঁটানো মেদ বাড়ানি
ন্যাক্কর-ব্যাক্কর চাল-চলনি
ওপরি কামানির পাশ পাওনি
ধোঁয়া ছেড়ে মুরুব্বি তাড়ানি।

বিদেশি বিভুঁইয়ে রাত কাটানি
দিনে চত্বরে বাইক হাঁকানি
ক্ষমতার মোহের গন্ধ ছাড়ানি
ঠিকা প্রজেক্টে কাম বাগানি
উচ্চ আদেশের হুকুম পালনি
ভালোই বেশ ভালো থাকানি।

পেশাদারিত্বের চরম বোকামি
ঠিকা প্রজেক্টে ধরা খাওনি
জনরোষের প্যালাত পরনি
কাঠগড়ায় বিচার সাজনি
আক্ষেপে তাই হাই ফেলনি!

'কামাই রোজগার যাই কর
পয়সার চেয়ে জীবন বড়
খেলাধুলা, পড়ালেখা যাই কর
ইথিক্যাল ভ্যালুস রপ্ত কর।'

সিলভার ক্যাসেল থেকে পৌরপার্ক

কেন শুধু শুধুই ডাকছো আমাকে
তোমার আছে বিরাট মলিন আকাশ
দিবাকরের আলোয় ঝলোমলো আর–
তাতে আছে রাতের তারায় ঝিরি-ঝিরি বাতাস।

আমার তো ঠিক তা নেই,
ঘন কুয়াশায় ঢাকা এ আকাশ থেকে সে ঘোর কাটিবার নাম নেই–
ঘুটঘুটে অন্ধকারময় আমার রাতের চেহারা
আমার আকাশে একটিও তারা নেই।

এমন অলক্ষুণে কাণ্ড তুমি করো না
আমাকে ছুঁয়ো না–
দেখছো না আমার গায়ে কেমন ফোস্কা পড়েছে
এই কেমোটাই হয়ত শেষ অথবা
বড়জোর আরেকবার!

দেখছো না তোমার দেয়া প্রথম রজনীগন্ধা
আমি যে হাতে ধরেছিলাম তা কেমন কুঁচকে গেছে
অথচ সেই পরশ, কী-যে ভালো লেগেছিল–
এই যা, তোমার বেলা হয়ে যাচ্ছে; তোমার মা রাগবেন!

ও হ্যাঁ, তুমিতো এখন আর হোস্টেলবাসী নও
তুমি এখন মুক্ত, মস্তবড় ডাক্তার হওয়ার অপেক্ষায়
এই শোন, আশা করি আমার একটা কথা রাখবে–
'আমি চলে গেলে ফুটফুটে মেয়েকে বিয়ে করো।'

আমার কথা ভুলে যেয়ো–ভুলে যেয়ো আমাদের মেলামেশা–গ্রীবাদেশে বিচ্ছুরিত উষ্ণ প্রশ্বাসের শিহরণ–ভুলে যেয়ো সান্ধ্যফেরার তাগিদভুলা প্রহরের কথা–
আরও কত কী–!

সেদিনের কথা তোমার মনে নেই? সিলভার ক্যাসেল থেকে ডিঙ্গিতে পার্কে পৌঁছতেই রাত হয়ে গেল-
আসলে আমাদের কোনো দোষই ছিল না,
সবটাই ঐ নদী তীরের কাশফুল আর ঝরা জোছনাচ্ছটার
আমাদের সেরা মুহূর্ত ওটাই।

মনে নেই তোমার কোলে মাথা রেখেছিলাম
আর গ্রীবাদেশে এলোমেলো চুলগুলোতে হাত বুলাতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
যখন জাগলাম তখন চোখ খুলতেই দেখলাম পার্কের সিঁড়িটা,
সে কী যে লজ্জা, কী যে ভয়ই না সেদিন পেয়েছিলাম!
এই স্নিগ্ধ ভালোবাসা, এত মায়া ছেড়ে আমি কীভাবে চলে যাই বলতে পার?

ধেত্তেরি আবারও ভুল করে ফেললাম।
বড় অন্যায় হয়ে গেল বুঝলে?
কিছু মনে করো না, হ্যাঁ
ওই যে বাবা এসে পড়েছেন।
ভালো থেকো কিন্তু–
আমার কথাটা যেন মনে থাকে–
শরীরের প্রতি যত্ন নিও–
একি! আমার এত (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে) কান্না আসছে কেন?
না বাবা আমার কিচ্ছু হয়নি, কিছু না...!

তোরা কে কে যাবি আয়

তোরা কে কে যাবি আয়
শস্য ভরা ক্ষেত খামারে
সবুজ শ্যামল ছায়,
তোরা কে কে যাবি আয়!

লাগে না কলের গাড়ি
আইল নাইল সব ছাড়ি
দিকবেদিক দিতে পাড়ি!

পাখ পাখালির উড়াউড়ি
বনে বাদাড়ের ঘুরাঘুরি
মনানন্দের মিলে না জুড়ি!

আঁকাবাঁকা পথটি ধরে
চাঁদটি মাথায় যাবে সরে
মনে হবে গ্রহের পরে!

পাড়ার ছেলে সবাই মাতি
খেয়ে মজা চড়ুইভাতি
মিলেমিশে বন্ধু পাতি!

ভুল করিসনে কভু হায়
পূর্ব-পুরুষের মিটাতে দায়
টানে মা-মাটির মায়
তোরা কে কে যাবি আয়!

সৎ-অসৎ

সৎপথে চলো তুমি
সেটা বড় কথা না
সৎকাজে সায় চাইলে
যেন তাতে এড়ো না।

অসৎ কাজ এড়ো তুমি
সেটা বড় কথা না
অসৎ কাজ ঘটাঘটিতে
যেন তুমি ভিড়ো না।

উৎসাহিবে সৎ কাজে
কভু নিরুৎসাহিবে না
নিরুৎসাহিবে অসৎ কাজে
কভু উৎসাহিবে না।

সৎ-অসৎ চেনাচেনি
হেন কোন বিষয় না
নিজেকে প্রশ্ন করো
তবেই তা যাবে চেনা।

সৎ-অসৎ এর দোলাচালে
নিজেকে জড়িও না।
থাকো সদা সোজাসুজি
জটিলে কভু পড়ো না।

বিরক্তি আর যন্ত্রণা

বুঝে শোনে চলে সে
গায়ে সাইন থাকে না
ট্র্যাক বদল করলেও
লাভ কভু ছাড়ে না।

হাসার পাঠ থাকলেও
ইচ্ছে করেই হাসে না
দুঃখে মানুষ কাঁদলেও
সে কিন্তু কাঁদে না।

বলার কিছু থাকলেও
সহসাই সে বলে না
বিপক্ষে যায় কিনা
শঙ্কায় মুখ খুলে না।

আগেপিছে চলে শুধু
বেড়াবেড়ি সে ছাড়ে না
মাছের তেলে মাছ ভাজে
তেল কভু কিনে না।

দেখেশুনে শেষ বেলার
মাতব্বুরি সে ছাড়ে না
মানুষগুলো কারও কারও
বিরক্তি আর যন্ত্রণা!

বটবৃক্ষ বাবা

কভু গেছ কি ভুলে বাবা?
তার মত কেউ জুটবে ভালে
মিল-অমিলের দোলাচালে
যেখানেই তুমি যে যাবা
খুঁজে নাহি তাকে পাবা।

কভু গেছ কি ভুলে কেবা!
ডালপালা আর পত্রপল্লবে
বটবৃক্ষের ছায়ার তলে
ঢেকে রাখে যে অবিরত
হোক না সে যতই পীড়িত
তোমার তরে সদাই তাড়িত।

হোক না সে হাবা-গোবা
পড়ালেখা আর জ্ঞান গরিমা
তবুও সাহস আর উদ্দীপনা
পিছু হটার নাই ভাবনা
এগিয়ে যেতে সেই তাড়না
ত্রি-ভুবনে আর পাবে না।

মারো সেলফি

সেলফি একটা মার জোরে
চেহারা ছবি যাক না উড়ে
সাহস কম নয়তো বেটায়
ফটাং ফটাং সেলফি সটায়!

বেটায় পারে হয়ে অধম
আমি কি তারচেয়ে কম?
তোল সেলফি ফাটাফাটি
চলবে নাকো কাটাকাটি!

চামচায় কয় স্যার চেহারাটা
হলেই হলো লম্বায় কি খাটা!
অমন চেহারার মারি গুলি
থাকলেই হলো মাথার খুলি!

কুত্তা সামনে আইলো ক্যান
থাক না ভালা দেখাচ্ছে যেন
চামচায় কয় মানাইছে ফ্যান
বিলেতিতো নয় যেনতেন!

নষ্ট করিস ক্যান

নষ্ট করিস ক্যান
এতদিনের বন্ধুত্বটা
করে পয়সার লেনদেন!
নষ্ট করিস ক্যান
বিধাতার দেয়া মুখের
নোংরা ভাষা যেন!

নষ্ট করিস ক্যান
ছাত্র পিটায় শিক্ষক
পিতার ন্যায় ম্যান!
নষ্ট করিস ক্যান
করতে পারিস সরকারি
মালটা হলেই যেনতেন!

নষ্ট করিস ক্যান
মা-বোনের হাত-পা
ইজ্জত নিতে ব্যান্ড!

নষ্ট করিস ক্যান
বে-লাইনে জীবন চালাস
পাল্টে আসল লেন!

বেমানান

সেকালের লিখনি এযুগে মেলে না
পোশাকের গুণের গুণ ছাড়া চলে না
কমদামী পোশাকে ভাল খাওয়া জোটে না
উন্নত কথা ছাড়া আচরণ ফোটে না
বিত্ত আর বৈভবে ঝরা কে স্মরে না।

বড়লোকের মাতব্বরী অন্যেরা মানে না
মূল্যবিহীন কাজ আর তুল্যমূল্যেও সারে না
মুটে আর মজুরেরা না খেয়ে থাকে না
প্রান্তিক চাষিরা অলস সময় কাটায় না
শ্রেণীভেদের দাম্ভিকতা এখন আর চলে না।

মহাজনি ভাবনা এখন আর খাটে না
ঠিকাদারের পোদ্দারি মানুষে সয় না
উপরস্থের তাকব্বরী অধীনস্থ মানে না
'ভালোবেসে কাজ আদায়' নীতি থেকে সরে না
বিকল্প চিন্তা আপাততঃ করে না।

খাই খাই

জল খাই কলা খাই
মাঝে মাঝে জ্বালা খাই
ঠেলা খাই ডলা খাই
মাঝে মাঝে নলা খাই।

রান্না খাই বান্না খাই
মাঝে মাঝে বকা খাই
ধাদানি খাই ঘাদানি খাই
মাঝে চোখ টিপানি খাই।

দই খাই মিষ্টি খাই
মাঝে অনাসৃষ্টি খাই
ভেংচি খাই খামছি খাই
মাঝে আলতো চিমটি খাই।

চা খাই কফি খাই
মাঝে মাঝে ঝাড়ি খাই
তেলং খাই বেলং খাই
মাঝে তার কলিং খাই।

শিক্ষক

দোকানের দোকানদার শিক্ষার্থীর শিক্ষক
শিক্ষার্থীদের মান বিচারে তিনি হলেন অভীক্ষক
কেনা-বেচা, শুধুই দেনা এতে কিছু যায় আসে না
পাওয়া-পাওয়ি, দেনা-দেনি এরই মাঝে মানামানি।

অনুকরণীয় হবেন তিনি জুতা থেকে মাথাতে
অনুসরণীয় হতে হবে আচরণ আর কথাতে
চলনে-বলনে আর পরনে তিনি হবেন গ্রহণীয়
অহং আর বদভ্যাস করতে ত্যাগ বা বর্জনীয়।

রাগ-বিরাগ থাকলেও থাকতে হবে টেম্পার
শিক্ষার্থীর পক্ষে তা ফলন দিবে বাম্পার
যাই কিছু করবেন শিক্ষার্থীর পক্ষে
সবই হবে সমাজ-জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে।

কাজে-কর্মে, কথায় হতে হবে চটপটে
এমনতর শিক্ষার্থীর সাড়া মিলবে ঝটপটে
স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যেতে হবে এড়িয়ে
পবিত্রতার জায়গাটা রাখবে ধরে উভয়ে।

শিক্ষাদানে প্রয়োজন দেখতে শুনতে সুদর্শন
ভিতর-বাহির এগুণের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন
পাঠনেয়ায় তাতে তার থাকে বেশী আকর্ষণ
ক্লাসে বেশি প্রয়োজন উভয়ের ইন্টারেকশন।

হ্যান্ডসাম

হ্যান্ডসাম শরীরী হ্যান্ডসাম চেহারায়
হলে হ্যান্ডসাম শরীরী ও চেহারায়
তবেই না হ্যান্ডসাম তাকে বলা যায়।

চলনে ও বলনে হতে হবে মননে-
শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে আর জাগরণে
শুননে, বুননে আর হতে হবে জপনে।

শিখনে-লিখনে, পরনে আর গড়নে
নির্ভুল করণে যথাযথ আচরণে
ভরণে-পোষণে আর যাপিত জীবনে।

হ্যান্ডসাম মানে নহে শুধু সুদর্শনে
হ্যান্ডসাম নহে শুধু দেখনের কথনে
হ্যান্ডসাম হতে হয় অন্তর দর্শনে।

মতলবটা কী?

ও মাইয়্যা, অযথা হাসো কেন দাঁত কেলাইয়্যা?
পড়তে পার হঠাৎ ফাঁদে পা দু'টি ফেলাইয়্যা
চটাং-পটাং, ঘেষাঘেষি বলতে পার মতলবটা কী?
বাঁকাও কেন চোখ দুটি এদিক-ওদিক হয়ে
পুলারা সব আশপাশের গেছে কি সব সয়ে?

ব্যাপার কি পড়া ছাড়ি ফোস্কা খাও আড্ডা মারি
জাতে উঠার লাইগ্যা নাকি স্যারগোরেও খাওয়াও

এদিক ওদিক তাদের দেখায় এড়ানোর পাস লও?
বিকেল বেলাত বান্ধবী ছাড়ি পোলার সাথ কই যাও
আসল বন্ধু ছেড়ে নাকি দূরের খেপেও যাও–!!!

ও মাইয়া, বাপে পাঠায় পড়ার লাইগ্যা এসব কি!
ফেবু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হলে পৌঁছার গাড়ি চড়ি
পরীক্ষাটার পাস কাটিয়ে কামতাপুরে দেয় উড়ানি
সাক্ষাতে জানতে পারে বন্ধু তার মুদিয় দোকানি
অবশেষে সব হারিয়ে উপায় থাকে না মুখ ফিরানি।

কেউ আবার পিরিত লাগায় হাই অফিসিয়ালি
খামচা ভরে উপহার পাঠায় কাম বাগানির
প্রেমিকার লক্ষ্য থাকে সুদূর প্রসারীর–
পড়াশেষে ঠিকই বাগায় চাকরি খানি
নতুন রূপে নাগর নিয়ে জীবন কাটানি!

বেদন পাখি

কী যেন হারিয়ে ফেলেছিস মন
বেদনার ধন?
নাকি অনেক সাধনার অর্জিত প্রাপ্তি
বেদন পাখি!
কী করে ভুলিলি, আমড়া কাঠের মত;
পোড়ামন
এত বেহায়া মন তোর, পারলিকি ঠেকাতে–
আত্মহনন!

তবে-কি পা রেখেছিস কোন নাগিনীর
রূপছায়ায়
অথবা হাত রেখেছিস কোন স্বকীয় গ্রাসীর
কৃপা পায়!
ছিঃ ছিঃ শেষমেশ আপোষের খাতায় নাম
লেখালি তায়?

পরলি-কি রাখতে ধরে বেদন রক্ষী– এ
নির্মম ধরায়
এত সহজেই বেদন পাখি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ
উড়ে যায়!

সেই কবে কেঁদেছি

সেই কবে কেঁদেছি মনেই পরে না–
পানি ছাড়া যেমন মাছ কল্পনায় আসে না
তেমনি ধার করা জলে আর কাঁদতে চাই না
যেমনটি ইদানিং বায়বীয় জলেই চক্ষু ভেজায়।

এ মরুময় অন্তরে পানিশূন্যতার হাহাকার–
শূণ্যপ্রায় তাপদাহ আর রৌদ্রকর এ দেহ জুড়ে
অথচ একদিন যেখানে নিবিড় চাষাবাদ হতো;
যেখানে স্বপ্নের বীজ বোনা হতো সুদিনের
যেখানে প্রান্তিক স্বপ্নবাজদের আনাগোনা ছিল
কত জাতের স্বপ্নের পীড়াপীড়ি, ভিড়াভিড়ি যে ছিল!

একদিন সে বীজের অঙ্কুরোদগম হলো,
ফল দিতে থাকলো–
কত জাতের, জানা-অজানা নামের ফল যে ফলতো–
কিন্তু হায়! সেই সুফলা সময় কপালে আর সইলো না
হঠাৎ অজানা ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিরূপ হাওয়া যেন–
তছনছ করে দিল আমার সেই সাজানো দেহাবাগ!

কষ্টের হাট

কষ্টেরা মনে হয় দানা বাঁধতে-বাঁধতে পাথর হয়ে যাচ্ছে
এখন আর বুকের মাঝে নদী তীরের ভল্লুকের খেলা খেলে না
সেখানে বালি-পানির মিশ্রণটা আর আগের মত জমে না
এখন পাঁজরের উল্টোদিকে ব্যথা উঠে; ঠিক কাগজের ভাঁজ উল্টিয়ে বল বানানোর মতো–
এখন আর স্বামীর মরা লাশের পাশে স্ত্রীর কান্নার গীত শোনা যায় না
উল্টোভাবে স্বামীর বেলায়ও–
সেখানে ভাড়া করা কান্নাকাটির আয়োজন বাতুলতা মাত্র!
আজকাল গরুর ফেলে দেয়া অংশে যেমন ভুড়ি থাকে না
সংগত কারণেই চিল-শকুনের আনাগোনা চোখে পড়ে না
ইদানিং কষ্টের কষ যুক্ত জিগা গাছগুলোরও সহসা দেখা মিলে না!
এতসব কষ্ট কারণের অভাবে কষ্টরা আর আগের মত নেই
জোর করে কষ্টের হাট বসালে কি হবে, কষ্টরা তো আগের মত সাড়া দেয় না।

আগুনের খেলা আর খেলতে চাই না

আগুনের খেলা আর খেলতে চাই না
অনেক পুড়লেও আর পুড়তে চাই না
পুড়ে পুড়ে অঙ্গার বৈ ভস্মতো হইনি!
তবে দহনে দহনে বারবিকিউ হওয়ার উপক্রম!

আমি সেই অঙ্গার হতে চাই যা দিয়ে বড়জোর
কিছু মাঝারি মানুষের কাজে আসতে পারি
আমি সেই বারবিকিউ হতে চাই যা বিলাসী নয়
বরং সম্ভাবনাময় মানুষের চেখে দেখার কাজে লাগি!

আমি আগুন নিয়ে আর খেলতে চাই না
আমি আর পুড়তে চাই না
পুড়ে পুড়ে হীরক হওয়ার সাধ? সে আমার বয়েই গেছে
আর ফসিলের স্বপ্ন তাও না।

আমি অনেক খেলেছি;
কিন্তু সে সবই ছিল- পুনে খেলা মাত্র
মীমাংসিত খেলার সাধ কিংবা সাধ্য কোনোটা–
আমার আদৌ ছিল কি?

আমি এখন টেস্টিং সল্টের মত
আমার কোন মত-পথ নেই
কিংবা থাকলেও তা প্রকাশ করা যায় না
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আবেগে-অনাবেগে
ঐ যে বললাম, আমি আমার জন্যে কিছুই করিনি!

পারলে ঠেকা

পারলে ঠেকা কোন্ বাপের পুত্?
দেখি কেডায় আটকায় কুওত্
পারবি না তুই কোনই যুত্
যতই করিস গা কুত্ কুত্!

পোরবি কি তুই ফিরাতে চুত্?
পারাইছি মুই বড়দার মুত্
পারলে ঠেকা কোন্ বাপের পুত্?

ঘাড় উচানির লাইসেন্স আছে?
থাকবে কেমনে? আমার আছে ঠিকোই
বাব-দাদার যুদ্ধের কথা এহন আবার জিগোয়
হেতাইন আইজ বাঁইচ্চা নাই; থাকলে কি আর হতো-
ঠিকাদারি তাকব্বরী লোকে তাদের দিতো!

ও মানুষ ভালো হয়ে যাও

ও মানুষ তোমার ওজন কত?
তুমি কয় কেজির মানুষ?
ও মানুষ তোমার উচ্চতা কত?
তুমি কত ফুটের মানুষ?
ও মানুষ তুমি কি অন্যের মতই?
নাকি সুদ, ঘুষ খাও?
ও মানুষ তোমার অভ্যাস কেমন?
জর্দা, তামাক, গাঁজা খাও?
অথবা যেখানে যা পাও!

তবুও ভাল খাও দাও গান গাও
অন্যের ক্ষতি না করলে তাও
কিন্তু পার পাবি না তত
নিষ্ঠুরতা আর অত্যাচার করবি যত!

কষ্টের টাকা বেহুদা খসাবি
জোর করে ভাড়া কামাবি
দুর্ঘটনায় ঘড়ি আর চুড়ি হাতাবি
অলি গলিত ছিনতাই করবি
ছোকরা, বেটির অসহায়ত্বের সুযোগ নিবি!

ও মানুষ ভালো হয়ে যাও
এ সমাজের সবার মত
ভালো হতে পয়সা লাগে না
পয়সা লাগে অসুখ-বিসুখ খারাপে যত।

'বাঁচব আর কয়দিন'- এসব ছাড়
জীবনটাকে আগলে ধর, ভালোবাস-
ধীরে ধীরে সুপথ মাপ- মুক্তির পথ পেতেও পার।

মন আর টলে না

ছোট ছোট ভাল লাগা কিংবা লাগাতে পারা
জীবনের অংশ বৈ কিছু না,
মন থেকে ভালোবাসলেই ভালোবাসা পেতে পার
লাগতে হবেই পিছু না।

দেখা নাই বসা নাই চোখে চোখে কথা নাই
তাতে যায় আসে না,
ছুটি-টুটির পরেতে আবেগের ঘন-ঘটানিতে
খৈ যেন ফোটে না।

মিটিংয়ের পরেতে কিংবা বাসা ফেরা হাঁটাতে
গল্পের নেকেটিং আসে না,
কথায় চিড়ে ভাজলেও কাজে-কর্মে নেয়া-না নেয়া
জাত-পাতে মেলে না।

হৃদয়ে কুহর হয়ে ঢাকা পড়ে আছে তার
নাম তাই আসে না,
কাজ-কামে একসাথে বেড়ানি আর ফেরানিতে
চোখে যেন ভাসে না।

ছলা-কলা, অভিনয়ে, যত কর সবিনয়ে–
ভাব্ যেন বুঝি না?
খেয়ে আসছেন না গিয়ে খাবেন;এহেন কীর্তিতে
মন আর টলে না।

বাচ্চা-বুড়া মানলি না
ছাগলি-বাগলি থামলি না
এই তোর ভোট কত? তাকি জানিস?

হবু রাজার কাণ্ড

হবু রাজার গবু মন্ত্রী আরও কত চাটুকার
আয়োজনে আছে তারা আপ্যায়নে বেনিয়ার।
কী খাওয়াবে এ নিয়ে চিন্তায় পায় নাহি কূল
ভৈরবের বোয়াল না হালুয়া ঘাটের মহাশূল।

হবু রাজার ঘুম হারাম সদাই থাকে অস্থির
গবু মন্ত্রী মজা মারে টালকি মেরে থাকে স্থির।
রাজা মশাই কাগজেতে কেটে-কুটে হয়রান
মন্ত্রীবাবু পাইক-পিয়াদায় সুযোগ খুঁজে আপ্রাণ ।

পাত্র-মিত্র নিয়ে রাজা যেইনা কাজে এগুলো
মন্ত্রীবাবু সাথে থাকলেও প্যাঁচটা কিন্তু সাজালো।
ফাঁক বোঝে মন্ত্রী মশাই পাইক-পিয়াদা জানাল
হবু রাজার বুদ্ধির ফেরে এবার ধরা খাইলো।

হবু রাজার আনন্দে বেনিয়ার মন ভরে না

গবু মন্ত্রীর পাশ কাটানো আর যতই তালবাহানা।
অতি ভক্তি আর অতি দাবী বেনিয়া মানে না
হবু রাজার স্বপ্ন পূরণ এবার বুঝি হলো না।

আমাদের মধ্যবিত্তপনা

খাওন আর পরনে
এলোমেলো গড়নে
বাজেটহীন পড়নে
ছেঁকে-ছুঁকে টিকে আছি হাতেগোনা,

জীবনের সংজ্ঞায়
পারিবারিক মঙ্গায়
আর যাই হোক
পড়া-শোনাতে এটা কোন জীবন তো না!

কেউ করে কষ্ট
করে জীবন নষ্ট
অমানবিক যন্ত্রণা
খেটে-খুটে মিলে যায় জীবনের সম্ভাবনা!

এমনিতে মেলা দায়
চাহিদা বেড়ে যায়
হিসেব কভু মিলে না
ঘেঁটে-ঘুটে কেটে যায় জীবনের মধ্যবিত্তপনা।

আমি ঘুমোতে পারি না

অযুত-নিযুত মুহূর্ত কেটে যায় রাতের পর ভোর হয়
ফের সন্ধ্যার পর অমানিশা ভর করে
আমার চোখে ঘুম আসে না–।

হায়রে কৃপণ রাত আমার
তোর অন্তরে কি এতটুকুও মায়া নেই?
পারবি-কি কখনো মায়ের মত ক্ষমাধর হতে?
সর্বহারিণী সন্তানপাল্য কষ্টাধার মা হতে?

চোখের পাতা বুঁজলেও দেখা যায়
সাশ্রয়ী তির্যক বাতিরা সারারাত জ্বলে
তনু, নুসরাতদের আত্মারা ঘুরাফেরা করে
কিংবা গলাকাটা ভূঁতের আতঙ্ক চলে।

লাশ নেই, শকুন-শকুনি নেই–
নেই কোন হায়েনার আচমকা থাবার ভয়,
যাতে আঁৎকে উঠতে হয় ঐতিহ্যের ধারায়
তাহলে কেন প্রতিটি দিন বেহালাল হয়?

চারদিকে এত সৃষ্টিসুখের উল্লাস
সুখে থাকবার আগামী বানাতে ব্যস্ত সবাই
শুধু রাতের কুপি কিংবা মোমবাতি চলে গেছে
কিন্তু সেই চাঁদ এমনকি দিনের সূর্যও ঠিক আছে।

তাহলে কোথায় গেলো-
আমার লজ্জাবতী মায়ের হাসি–
তার চোখে-মুখে এত শঙ্কা এত আনচান কেন?
আমি অনুতপ্ত, দায়গ্রস্ত; আমি ঘুমোতে পারি না–!

চাইলেই পাওয়া যায় না

সম্মান কাদের দিব বয়সে না পদে?
তাহলে সম্মানযোগ্য হবে না যে সবে
সমাজে বেশিরভাগ বয়সীরা থাকে
ইচ্ছে হলেই সম্মান পারি কি করতে?
বয়স-পদের ভিড়ে নিজের ইচ্ছেতে-!

সম্মান পাবেন তিনি সম্মান দিবেন যিনি
দেয়া-নেয়া রক্ষায় আছেন বলেই তিনি
এতে পদ-পদবীর কিইবা এসে যায়?
সম্মান দিলে বাড়েবৈ কমে না
তাহলে মাথা থেকে কেন চিন্তাটা সরে না–!

কেউ কেউ পায় না হাজারো চেষ্টাতে
মন তার মানে না সম্মানী ব্যক্তিকে দেখে
ঠিকাদারী বায়না মাথা থেকে যায় না
মন তার সয়না, পেলেও উচ্চ মায়না
আচরণ যেন তার সবাতে মিলে না।

সম্মান এমন, যেন চাইলেই পাওয়া যায় না
আমীর-ফকির, পদস্থ বা সাধারণ বলে না
পরিবার, সমাজ, শিক্ষালয়ের নির্যাসিক ধারা
অনুকরণ, অনুশীলন কিংবা চর্চায় মগ্ন যারা
স্বমহিমায় অগ্রসর, সফল সর্বজন গ্রহণীয়রা।

নষ্ট সময়

নষ্ট খাদক, নষ্ট খাবার, নষ্ট হজম, নষ্ট রক্ত, নষ্ট জন্ম
কথা-কথি, চলা-চলি, ঢঙ্গা-ঢঙ্গি, ভঙ্গা-ভঙ্গি
কেলা-কেলি, কর্মা-কর্মি, নাচনে বা খচনে
শরমে বা ভরমে, নরমে বা গরমে, কখনো বা চরমে

তবে কি সিনেমাটা চলছে– নষ্ট সময়ের নামে?

নষ্ট কষ্টদার, নষ্ট ভ্রষ্টাদার, নষ্ট উল্টারথ, নষ্ট বেক্কেল
বুঝেও বুঝে না, খুঁজেও খুঁজে না, সোজাতে থাকে না
যাকে দিয়ে তাকে না, সখে করে বুকে না
যাকে মারে দমে না, মনঃকষ্ট মাপে না,
যাকে তুলে থামে না, গদগদ কমে না।

নষ্ট অজ্ঞ, নষ্ট মূর্খ, নষ্ট নির্বোধ, নষ্ট মাত্রাভেদী, নষ্ট ভন্ড
তেলা-তেলি, মিলা-মিলি, সিলি-টিলি, জোড়া-তালি
জানেও জানে না, মানাতে চাইলেও মানে না
আর বোঝানোর সাধ্যি, কিবা আছে কাহার?
শুধু নষ্টের দায় বুঝা-বুঝি, সোজা-সুজি যাহার!

হাউ মাউ খাও

কচু, ডাটা, লাউ
হাউ মাউ খাও
যেখানে যা পাও
আবার যদি চাও
পেয়ে যাবে তাও।
রহিম মুদির ছাও
দাদায় বাইত নাও
সন্ধ্যায় ঘাটত্ যাও
গিয়ে টাকা পাও
পড়ার খরচ জোগাও।
জায়গীর বাড়ি খাও
মাঝে বাড়ি যাও
মায়ের দেখা পাও
ভাই-বোন তাও
চাচা-চাচী কেও।

নিজে পড় পড়াও
পরীক্ষা ভাল দেও
ফলাফল বুঝে নেও
কামাইয়ের মানুষ হও
উপরির চাকরি লও।
বিয়া একখান করেছ
ভাঙ্গা হাড়িত্ পড়েছ
যেমন তুমি চেয়েছ
জীবনে যা করেছ
জলাঞ্জলি দিয়েছ।

এখন যা করছ
পরকালে মরছ।

শঙ্কায় থাকি

কীসের সরগরম, কীসের আতঙ্ক?
নীল চাষ, কাবুলিওয়ালা? তবে কি-
পিয়াদাদের গরু কেড়ে নেয়া? নাকি-
সূর্য ডুবে যাওয়ার ভয়? এসব নাহলেও
নিশ্চয় চারদিকে দামামা; দেশি-বিদেশি
হায়েনার ছোবলের ভয়! তাও যদি না হয়
বুঝার আর বাকি নাই, নিশ্চয় সবে বড় হওয়া
বিটপের দোষে দুষ্ট ঘটনার শিকার!

ধেত্তেরি তাও না, তবেকি শৃংখলিত কোন
সদস্যের অপকর্ম? নাকি পাশের রাস্তায়
পড়ে আছে কোন যন্ত্র নিয়ামকদের রাত ব্যাপি
কুকুরামির ফসল! তবে কী, কী হয়েছে ওখানে?
আমি কালব্যাপি জগদ্দল, কুরুকুষ্ঠি
আমি কী জানি? নাঘটা, অদেখা ঠাহর
করি না, আমার পক্ষে সম্ভব না।

একি শুনলাম! রক্ত, মস্তক, লাশ কেন?
এগুলোর দরকার কেন? তাহলে কারা
কেন, কখন, কী জন্যে? কীভাবে? কী হবে?
হা হা হা–আমি না দেখলে না শুনলে
বলতে পারি না, আমার চোখে ঘুম আসে না
আবার নতুন কোন ঘটনার শঙ্কায় থাকি
আমি ঘুমোতে পারি না–!

বিষ-বাষ্পে আছি

কী যে ভাল লাগলো আমার আজকের সকালে
এ-মণিটার প্রাইভেট ছিল দিলীপ স্যারের সকাশে
প্রতিদিন মায়ে তাকে আনা-নেয়া করতো
মাঝে-মাঝে আমার ভাগে দায়-দায়িত্ব পরতো।

আজকে হঠাৎ মা-মণিকে আনতে-নিতে হলো
সেই সুবাদে ফেরার পথে সকালের হাঁটাও হলো
আনা-নেয়ার এই সকালটা কী যে ভাল ছিলো
নিরব-নিথর রাস্তাটা নিরাপদে পৌঁছা গেলো।

রেললাইনের স্লিপারে ফেরার পথে হাঁটছিলাম
পথের ধারেই মাছ, ফল, তরকারি কিনছিলাম
পাইকার আর কৃষকের টাটকা হাসি গুনছিলাম
টাটকা সদাই টাটকা মনে গদেগদে ছুটছিলাম।

টাটকা আশা নিয়ে পথে সুখের নিঃশ্বাস ফেলছিলাম
যেতে যেতে পত্রিকার খবরটা ভাবছিলাম
বিক্রেতার হাসিটা কেনাকাটায় কি মাপছিলাম?
নকল হাসির ফেরে পড়ে তাহলে কি ঠকছিলাম!

জেতাজেতি ঠকাঠকির প্রতিযোগিতা ছাড়িয়ে
বিষ-বাষ্পে এমনি করে বেঁচে থাকার ফেরেতে
আর কতদিন চলতে হবে ভেজাল-ফটকা পেরিয়ে
যন্তরের যাতনা ঘুচবেকি অন্তরের মুক্তিতে!!

থেরাপি

ইদানিং পত্রিকা পড়ি না যদিও পড়তাম নেটে
আর টেলিভিশন, সে তো সেই কবে থেকে-
ফেসবুক? সে লেখার মাধ্যম বলেই দেখা
বলতে পারো, এমনি করে বাঁচি কেমনে সখা?

পড়াপড়ি, খুলাখুলি কেমনে করি কনসে
ইদানিং ধর্ষণ, খুন, গুম, অপহরণ কমছে?
তারচেয়ে জঘন্য ফল, মসলা, খাদ্যে বিষ
জাতিটাকে নষ্ট করছে হর-হামেশা অনিমেষ।

কথার কথায়-চড়ায়ে দাঁত খোলতাম এম্বা
তবে কি, আছাড় দেয়া চালু করব সেম্বা
নাকি, হাড্ডি গুড়া করা কথার কথা ওম্বা;
এম্বা না, ওম্বা না, সেম্বা না তবে বাহে কেম্বা!

আইন-টাইন কাম অই না, হলেও অনেক পরে
নগদ কিছু লাগাতে অইবো কিল, ঘুষি ও চড়ে
করতে পারেন গ্রহণ, পূব্বের দেয়া থেরাপি;
তাইলে নগদ শান্তি মিলবে দু-একটা পিটালি!

আমি আর আমি আছি

আজকাল আমি ঠিকঠাক আমিতে!
যুগ যুগ পেরিয়ে ঘটাঘটি সারিয়ে
হতাহত যথাযথ ক্ষণে মনে বুনিয়ে
কষাকষি ঢসাঢসি যাতেতাতে মানিয়ে।
শুনেও শুনি না, দেখেও কিছু দেখি না
না চাইলে দেইনা স্বেচ্ছায় বুদ্ধি খুলি না
অনিচ্ছায় শেয়ার করি না অনুরোধে পারি না
না হাসলেড়্হাসি না কাঁদতে কভু দেখি না।

আপ্যায়নে মজি না-না করলে রাগি না
মিটিংএ আগে না বক্তৃতায় মন বাগে না
আলোচনাতে খাঁটি না অংশগ্রহণ করিনা
ভালো খারাপ বুঝি না বাড়াবাড়িতে থাকি না।

কাজে মনোযোগ নাই, অকাজের অভাব নাই
কষ্ট পেলেও প্রকাশ নাই, বলতে ভয় পাই
আশায় মিটিংএ যাই, হতাশাই ফিরে পাই
এইনা সাধের মিটিং, শেষে থাকে ইটিং
মিটিং-এর এইম না সুরুত, পারলে ফুড়ুৎ।

আষাঢ়ের শেষে

শুরু হলো বরিষণ গুরুগর্জন শেষে আষাঢ়ে
ফুরাল ক্লান্তি যত অবসাদ পোহায়ে গরমে
পুরো বিষাদে আষাঢ় ঢাকিল জলেতে শেষে
পঙ্কিল মুছিল করে পাক-ছাক নিমিষে।
মেঘেদের ফুলাফুলি-কোলাকুলি হরষে
দোলাদুলি-মুলামুলি শুরু পত্র পল্লবে
আমন্ত্রিতে আছে ফুল সেগুনের শীর্ষে
অতিথি এল বুঝি শৌর্য আর বীর্যে-।

গগনে ডাকিছে মেঘ গুরু গুরু গর্জনে
ভরা কলসি ফেটে-ফুটে ভাসে যেন নিতম্বে
শরমে বুঝি মরিল ধরা গায়ের বধুর লাজেতে
বে-আব্রু বক্ষ ফাটে খেলাখেলি নষ্টামিতে!

কবিতা নেই কোনখানে?

জীবনের ছুটি আছে কবিতার ছুটি নেই
ঘটে চলা জীবনে কবিতার টুটি নেই,
নদী বয়ে চললেও মাঝে ছন্দ থাকে না
বয়ে চলা কবিতার গতি কভু থামে না
ছন্দাছন্দ পছন্দ জীবনের মরণে ঘটে না
যাপিত জীবনের কবিতা কালাবর্তে মরে না।

কবিতাই প্রাণ, কবিতা ধর্ম-কর্মে কবিতা সবই-
কবিতাহীন এহেন পৃথিবী ঠিক যেন গোবি
কবিতায় বলি, কবিতায় চলি, কবিতায় খেলি-
মনুষ্য খেলা যত ধরায় কবিতার ছন্দে মেলি
আয়নে-ব্যয়নে, কৃতকর্মের রসায়নে কবিতা ফেলি?

মিলনা-মিলনে, মনুষ্য ফলনে কবিতা শরমে ও চরমে
ঝটাঝট, কটাকট, কটকটানিতে অমিল যেখানে
কবিতা সবার, রচেও না যেখানে-কবিতা সেখানে,
আকাশে-বাতাসে, শূন্যে, পাহাড় কিংবা জলে
তারচেয়ে বল, কবিতা নেই কোনখানে–?

বৃষ্টি এবং কর্মব্যস্ততা

বৃষ্টির সকালে বিছানা ছাড়ি না
নয়টার ক্লাসেতে না এসে পারি না
আবেগের তাড়নে সাড়া কভু ফেলি না
অভাবী সময়টা বের করি করি না।

বৃষ্টির দমেতে অফিসে আসি যে
ঝমাঝম দমাদম বৃষ্টির খেলাতে
নয়টার ক্লাসেতে আটকা আমি যে
'রেহুলা'র 'দোযখপুর' বতুতার পাঠেতে
দোযখপুর বললেও মানি বা মানি না
বতুতার 'নিয়ামত' আমি তা মানি যে।

বেদনার দ্যোতনায় যদিও মন দোলে
পাঠদানের কাজটা হৃদ্যিতে সারি যে
এই বুঝি ছেড়ে এলো বৃষ্টির ফিডারে
পানিদানীর ছাকনি ফাটে বুঝি মিটারে
দমাদম ছেড়ে বুঝি এই নামে হরদম
স্বস্তি ফিরে এলো কেটে গেল গ-র-ম।

মধ্যবিত্তের বৃষ্টি

বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে বৃষ্টি পড়ে না
পানি পড়ে পাতা নড়ে বৃষ্টিতে নড়ে না
গাধার মতো হলেও মানুষটা গাধা না
মেঘে জমা পানি, ওড়া-উড়ি দমে না
বৃষ্টির ছড়াতে পড়া-পড়ি থামে না।

খাওয়া-পড়া সারি-টারি বিছানা ডাকে না
অভাবী ঢিলে-ঢালা বৃষ্টি ছাড়ে না
ঝিরিঝিরি, টাপুর-টুপুর বাড়ে কি বাড়ে না
কাব্যিক মন তাতেও কাড়ে কি কাড়ে না
বিত্ত আর বয়সের মধ্যম ছাড়ে না।

কষাকষি, ঘষাঘষি ভাল লাগে লাগে না
মধ্যাবস্থায় থাকে মন থাকে না
ঘনঘোর বরিষণ কেন যেন নামে না
ভীমরতি কেন সে চাঙ্গা করে না
নষ্টালজিয়ার কেন বান ডাকে না?

আস্থার সংকট

যতই ভাবিস নিজেকে আস্থাটা পাবি যে
সে আশায় গুড়েবালি বিশ্বাসের চিরেতে
মনুষ্য সৃষ্টির ছলে পশুত্বকেও হারালি
অচেনা হয়ে তুই উপন্যাস রচিলি!

সম্মানের জায়গাটা আর তুই রাখলি না
মাথা ঢেকে রাখলেও সৎ জীবন মানলি না!
সালামের দেয়া নেয়া চালু রাখতে পারলি না
নরপশু হলি তুই মনুষ্যত্বে হারলি না!

একি করিলি তুই গুণটাকে অবিনাশী
ছিঃ! বিশ্বাস ভঙ্গেতে হয়ে তুই বিনাশী
শয়তান হয়ে তুই কেন লেবাস পরিলি?
ঐতিহ্যের লাইসেন্স নষ্টখেলায় হারালি?

ঠেকে শেখা ও দায় মিটানো

নিজে না ঠেকে পরোপকার ঘটে না যেমনটা,
ঠেকে না শিখে শেখাশেখি হয়ে উঠে না তেমনটা;
ঠেকাঠেকি শেখাশেখি স্থায়ী শেখার মাধ্যম অতি,
ঠেকে শিখলেই শেখানো যায়, তাতে পুরিবে দায়
যে ঠেকেনি বুঝিবেকি তায়? মুক্তি মেলার উপায়!
মুক্তি মিলেনি ঘসেটির, মীর জাফরের কুচক্রিকায়।
তার হয়েছে বোধন, কালের ঘুরে মুক্তি মিলেনি তখন।

দিনাদিন শেখাশেখির কাজ সারি,খাইদাই ভাল থাকি;
দায়-দেনা বাড়ে বৈ কমে কিনা সে খবর কি রাখি?
দায়-দেনার নির্ণয় আর পরিশোধের আপেক্ষিকতায়,
যে করেই সারা হোক, দেখা না দেখার বিষয় তায়।

দেখিবা না দেখি, শিখিবা না শিখি, দায়সাড়া ভঙ্গিমায়
আসল দেখিবার যে জন, দেখিবার সে ঠিকই পায়।
ঠেকাঠেকির আগে মন, চল সারি নিশ্চিত নির্ণীত দায়।

আর যেন থামে না

জমানো টাকাকড়ি জমেও জমে না
জীবনের যুদ্ধ আর যেন থামে না
মাথাটা খুঁটে খুঁটে বুদ্ধিটা বাড়ে না
লক্ষ্যটা অর্জন হয়ে যেন উঠে না।

দায়-দেনা মিটানোর পাঠটা চুকে না
এক পুরুষ দুই পুরুষ শেষ হয়ে হয় না
অসুখ আর বিসুখে চেনাবাড়ি ছাড়ে না
জীবনের যুদ্ধ আর যেন থামে না।

দিনে দিনে সমস্যা বাড়ে কভু কমে না
সমাধান করলেও সমস্যা ছাড়ে না
অসম আয়-ব্যয় সমতায় আসে না
দিনেদিনে বাড়তি শ্রমে শরীর টলে না।

বকাবকি, ঝকাঝকির অবসান ঘটে না
কদাচিৎ মিঠাইয়ে তাল-লয় মিটে না
সংসারের রেষারেষি, অপমান দমে না
জোড়া-তালি কাঁথাতে যেন সুই ফোঁড়ে না।

ন্যায়নীতির অটলেতে মাথা নত করে না
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু; বুঝে তাই মজে না
পুড়ে পুড়ে জীবন তাই খাঁটিবৈ কয়লা নয়
বিত্ত আর বৈভবে হামেশাই ময়লা রয়।

আউল-বাউলের দেশে

আউলা-বাউলা সবসময় থাকিস তুই উৎসুক
কোন্ বাউলের পুত?
এইতা এহন খাটবে না আর খাটবে না কুতকুত
হবে না কামে যুত?
কাজ ফেইল্যা সাজতে এমন কইছে তোরে কেডা
কোন বাউলের বেডা?
যান্ত্রিক আর ব্যস্ত জীবনে নেই বাউলার রেশ
ডিজিটালে খাইলরে বেশ
এক সময় এইডা ছিল আউল বাউলের দেশ
তাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনিমেষ
ডিস্কো, চোস, টাইট বোরখা শেষে ডিভাইডার নামে
ঠ্যাং ডিভাইডের কামে
সাইট কাটা ফিতা ঝুলিয়ে পাজামার গায়ে
কেনা কম দামে
কোন্ কামের সহজীকরণ বুঝাতে চাও মানে?
ভাবতে শরীর ঘামে
নির্লজ্জ আর বেহায়াপনা যাচ্ছে অতল পানে
আছে তার মানে?
পোশাক, গান, ইলেক্ট্রনিক আর কথনের চটপটে
মন কাড়ে না ঝটপটে
আউল-বাউল, জারী-শারী, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি
ধোয়া, মালশা ও লোকগীতি
গ্রাম বাংলায় মিশে থাকা কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি
ক্ষেত্র ভেদে আধুনিকী
খালবিল, নদীনালা, পাহাড়, টিলা; লেক, সমুদ্র, উপত্যকা
লাল সবুজের পতাকা
শরৎ, হেমন্ত, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা; বৃষ্টি হলে প্যাক কাদা
বসন্তের মন কাড়া
প্রকৃতির এই মন কাড়া রূপ খুঁজে মেলা ভার
কভু মোরা দিব না ছাড়।

মানুষ হয়ে উঠিনি এখনও

অনেকদিন, কাল, যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে
ছেলেটা ছেলেই রয়ে গেল
মানুষ কি হতে পেরেছে?

সেই কবে এক বন্ধু বলেছিল, অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে
আবার কখনও কারও মুখে কৌশলে ইনফ্যান্টও বলতে শুনেছি
সেই অপাত্র অবস্থার বলাবলি যদিও আসে যায়নি কোনও
আবার এও শুনেছি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
হয়ত শুনেছি, বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়িও না।

বায়োকি তেয়োর দিন পেরিয়ে পেরিয়ে যুগল বন্ধনে আবদ্ধ
কিন্তু পাত্রীস্থতায় কি কম শুনতে হয়েছে, সেই আগের মতই রয়ে গেলা
সেই কম বয়সী কমে কমেই খাইলরে জীবন আমার !
হইল না কোন পরিবর্তন, ঠিক মানুষ হয়ে উঠিনি এখনও !!

সাধন-ভজন

ভালোবাসলেই ভালোবাসা পাই
অত কি বুঝানো যাবে তাই?
কখন কীভাবে মন যখন তখন
নিয়ম অনিয়মের বুঝে না ক্ষণ।

নাই কোন পাঠ নেয়া পাঠশালে
নাই কোন উঠা-উঠি মেলাতে
দেখাদেখি শেখাশেখির নয় খেলা
তবুও হামেশাই ঘটে মিলনমেলা।

পাথরে পাথরে ঘর্ষণে জ্বলে অনল
ফুল-পোকা পরাগায়নে হয় ফলন
মনামন একমনে তবেই না বাঁধন
সাধন-ভজন, বোধন শেষে মিলন।

বক ধার্মিক

মূর্খ আর অহমামিতে ডুবে থাকলি
খুঁজলিনা মন অন্য জনার মন
তুল্যিনা কভু অন্যামিতে
ডুবলিরে তুই অথই জলে!

সারিন্দা, ডুগডুগি আর বেহুলাই হোক
বাজালিরে তুই তোর মাতমে
পুছলিনা কভু অন্যামিতে
ভবেতে তুই একলা ছিলি?

অন্যামিকে মূর্খ ভাবিস বেকুবের ভর
খুঁজতে গেলেই অংকের ফেরে
যোগ-বিয়োগে গড়বড়, হলেও সে নড়চড়।

বক ধার্মিকতার অহম আর কত দিন?
সাথে সীমাহীন একগুঁয়ের ধমকি
তুল্য পরিমাপে বিদ্বেষী, মনে রাখিস–
জানান দিবে প্রত্যুষে!

আষাঢ়ে শিয়াল মামা

ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
শিয়াল মামা হাঁকে
হুক্কা হুয়ায় বের হতে হয়
পগার পাড় থেকে।

অনেক আশায় শিয়াল মামা
বেঁধে ছিলো ঘর
আষাঢ় মাসের বৃষ্টির তোড়ে
হইলো যে নড়বড়।

কুণো ব্যাঙ জিগায় মামায়
কোন্ যাও কোন্ যাও?
কোলা ব্যাঙ ফুলকা ফুলায়
এ গাঁও ও গাঁও।

এভাবেই শিয়াল মামা
ঘুরে এগাঁও ওগাঁও
শিয়ালী মামী বাচ্চা দিবে
হয়না কোন ভাও।

হবু ছাওয়ের ঘরের লাগি
শিয়াল মামা কাঁদে
আষাঢ় মাসের বিদায় হবে
আশায় বুক বাঁধে।

বর্ষার রূপে মুগ্ধ মানুষ
ভাসায় কলার ভেলা
শিয়াল মামার কষ্ট দেখে
ব্যাঙ করে খেলা।

এদিক ওদিক ভেসে যাওয়ায়
মিলে না কোথাও খাবার
চুপি চুপি শিয়াল মামা
খোঁজে খাবার জোগাড়।

খোলাঘরের চৌকির উপর
ছাগল ছিলো বাঁধা
পণ্ডিত বুঝি হয়ে গেল
ধরা পড়ে গাঁধা।

রাত বিরাতি ছিল বলে
পার পেল এবার
সকাল হলেই খুঁজবে তাকে
সেটাই মস্ত ভাবার।

সোজা পথে হেঁটে যাও

ডালভাত খাও সোজা পথে হেঁটে যাও
হোক দেরি করো না আর তেড়িবেড়ি,
না থাক গাড়ি ভাড়া তবুও দিবে সাড়া
হলে সে প্রয়োজন না হয় অপ্রয়োজনে।

যেতে-যেতে, খেতে-খেতে, বলতে বলতেই
একদিন দু'দিন কেটে যাবে বেলা-অবেলা,
ফেলিতে ফেলিতে নিঃশ্বাস নহে দীর্ঘশ্বাস
কখনো ফেলিবে হাফছাড় নহে ফুল-ছাড়।

কষ্টে কষ্ট নাহি বলি, নাইবা বলি জীবন নষ্ট
যাহা রেখেছেন বিধাতা তাহা হবেকি ভ্রষ্ট?
কপাল মানিয়া কপাল গড়িতে চলো সদা
সহসা না করে বর্জন গ্রহণে আছে যাহা।

চুষাচুষি, কষাকষি, ঝগড়াঝাঁটি অকারণে
যাপিত সময় পাবে কি প্রয়োজনে স্মরণে?
করিও পরিবর্তন সিদ্ধান্ত সময়ের প্রয়োজন
দেশ-বিদেশের হাওয়া যখন হলে পরিবর্তন।

রাখিও কব্জা অর্জিত জ্ঞান করে শাণিত
মতপথ আশপাশের প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত,
স্বকীয়তা রেখে যাহা অগ্রহণীয় নহে তাহা
এভাবেই ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, কর্ম ফলিবে বাঃ!

ছাইপাশ

ছাইপাশ খেতে খেতে হয়ে যাই বাইপাস
আজকাল খাওনের যেন নাই কোন পাস
সামনে যা পাই খেয়ে নেই হাপাস-হুপাস
নাজানি আছে তাতে ক্ষতিকারক বিষবাঁশ।

ছাইপাশ খেয়ে হয় কলিজাটা ধ্বপাস
মনেতে বাঁধে বাসা যতসব হ-হু তা-শ
বড়লোকি অসুখে ছাড় নাই ব্যাকপাস
চেকআপে বলে দেয় করতে বাইপাস।

ছাই-পাস পড়ে-পড়াই ছাত্রী ও ছাত্রে
ছাই-পাস লেখা পাই উত্তর পত্রে
নম্বর দেয়াতে ছাই-পাস পারি না
ছাইপাশের দোলাচালে দায়সারা সারি না।

এমনি করেই যেন ছাইপাশরা বেঁচে যায়
ছাইপাশ আছে বলেই কথা-কাজে সাড়া যায়
জানি না কি ছাই-পাস লিখছি ইদানিং
খাওনের ছাইপাশ লেখনির হবেনি?

আষাঢ় গরম

গরমাগরম চলছে রে ভাই
দেশে আকাল নাই
পিঁড়ি ছাইড়া এহন আমরা
চেয়ারত বইস্যা খাই।

খালি গায়ে বসতাম রে ভাই
এহন কাপড় গায়ে
ভাত-টাত নিয়া যে খাই
বাড়ে না আর মায়ে।

খাবার বেড়ে বাতাস-টাতাস
করতো মায়ে-বোনে
নতুন বউয়ের পীরিতির বাতাস
কী করে যাই ভুলে?

ডিসে ভাইঙ্গা কাঠাল খাইতাম
গোসল করার আগে
খাই না এহন আঠায়-মাঠায়
হাতে-ঠোঁটে মেখে।

এইতা গরম দেখছে কিনা
দাদায় কিংবা পুতে
কলার ভেলায় দিতাম ভাসাই
কালি বাড়ি দুতে।

আষাঢ় মাসের গরম পোষাই
এসি রুমে বসে
এসি-টেসি নাই যাদের
গরমে গা খসে।

পিতা

পিতা-পুত্রই হয় মাতা-পুত্র নয়
পিতা মালিক পিতা প্রধান
পিতা দিয়েই হয় জন্মদান।

পিতা মাটি পিতা খাঁটি
পিতা সবার প্রথম পৃথিবী
পিতা বিনে জিতা যায় না
পিতা হলো সকল বায়না।

পিতা ঘৃণা-হেলা বর্জক

পিতা সকল পথপ্রদর্শক
পিতা খুঁটি পিতা ভিত্তি
পিতা নির্দেশক পিতা কীর্তি।

পিতা অভয় পিতা দুর্বার
পিতা যত রোধ চূর্ণিবার
পিতা নির্বিমার হয়ে ডাক্তার
পিতা কষ্টগ্রাহী পিতা সেবাদার।

পিতা ইহধামে নাই যার
পিতা হলেই ব্যথা তার।

কৃষকের পোলা

আমি বাঙ্গালি আমি কৃষকের পোলা
মাঠ-ঘাট, খেত-খামার চড়ে মনখোলা।
বাংলায় কথা বললেই বাঙ্গালি যেন না
আবার কৃষকের সন্তান হলেও শুধু না।
বাংলার ধন, বাংলার মন, বাংলার মাটি
মানুষ ভালবাসাবাসি এসবের তবেই না!!

পথ-ঘাট, প্যাক-কাঁদা, ধূলো-বালি মেখে সাদা
হাটবারের সুনিলেরা পিঁড়িতে বসিয়ে মাথা।
চুল-টোল কাটা-কাটি কেরোসিনে বাড়ি ফেরা
খেলা-ধূলা নাখেলে বেগুন আর মরিচ তোলে
কাগজ-কলম কেনার, টাকা-পয়সা যোগানের!
শুধিতে হয়েছে কি ক্ষেদ যত অভাবী বাপের?

ছাগল চড়ানো, মলন পালানো ছিলনা ছাড়
কপালে ছিল যার উপায় নাহি ছিল নড়বার
বিকেলে খেলা ছাড়ি বিরক্তির সাগর পাড়ি
সন্ধ্যে বেলা এসব ছাড়ি হয়ে যেত মন ভার
কলে পানিতে ওজু সারি ইস্কুলের পড়া পড়ি
এ পড়া পড়া না জানি ছিল শুধু পিঠ বাঁচানী
এমনি পড়াই পড়া ছিল তা কি আগে জানি?

হায়রে জ্যৈষ্ঠ

হায়রে জ্যৈষ্ঠ! শুধু আম-কাঠালের রবে কি?
শুধু আম-লিচুর চেনা-চিনির মিষ্টিতে
বসে কোথা খাবি তুই ছাল-পোড়া খরাতে?
হবে না হিমা-গরম, কাঁদাছুটি, হাঁটুভাঙ্গা বৃষ্টিতে!
ছোটবেলার হা-ডু-ডু আর আম-জাম কুড়ানিতে!

আওড়া-বাওড়া, ঘোরাঘুরি আর যেতে ইস্কুলেতে
আম, জাম, লিচু রসে রাঙ্গিয়ে মুখটাকে
লুডু-পাশা, ঘুটি খেলা, শব্দের বুনানিতে
মিলা-মিলি, মেশা-মেশি বৃষ্টির ছড়াতে?

হায়ওে জ্যৈষ্ঠ! এত মিষ্ট মাঝেও বড় কষ্ট
মানি সব কবিদের তোকে নিয়ে সৃষ্ট
আহলাদি নষ্ট গুণাগুণ হবে বুঝি ভ্রষ্ট!

করুণা নয়

দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা করুণার স্তুতি সে আমার নয়
মানুষের সবলতা কে চায়, আছে কি কোন জন?
আমিইবা করলাম কি আর সেই-বা কেমন জন!
কী আশ্চর্য পৃথিবী? আছি হাসি-কান্নার সন্ধিক্ষণ!

আমার যাহা কর্ম, চিন্তা-চেতনা; যত ভাবনা আমার
যত চাতুরী, হীনমন্যতায় মিলিবে তাতে কি তোমার?
আমাকে আমার মত চলতে দাও, তোমার মত তুমি
পশু-পাখি বট-বনেতে যেমনটি কাটায় দিবস-যামি।

কতকাল জ্বালাবে আমায়, ফিরবে না কখনও হুশ?
ধিকিধিকি জ্বলে অন্তর্জ্বালা, যেমনটি জ্বলে তুষ
কখনোবা ভালো-মন্দে, খানা-খন্দে, মনের অজান্তে
ঘটে যাওয়া যত ভুল যবে, ক্ষমিও বন্ধু বিনয় চিত্তে।

সেদিনের ইফতার

সেদিনের ইফতার আহ্ কিইনা ছিল মজার
রোজা রাখলেই সেটি ঘটত নইলে বেজার।

ইফতারিতে ঐদিন থাকতাম হয় পাতে নয়
হঠাৎ থেমে যাওয়া বাহির বাড়ির কোলাহলে
নজর না কেড়ে থাকতাম ঠিকই মা-বাবার নাগালে।

অনুরোধের সে ইফতার তা ছিল ইতস্তত লজ্জার
যা-কিনা ছিল আহারগ্রস্ত পথহারা আগন্তুকের
যা ছিল হেয় আর নতজানুচিত্তে গ্রহণ করিবার
ছোটবেলার মান-অপমান কভু ছিলনা বুঝিবার।

তখন হামেশাই ডাক পেতাম না সেহরি খাবার
চুপিচুপি জেগে থাকিতাম সেহরি খাইবার
সেই যে জেগে থাকা রাত কভু নাহি ছিল ফুরাইবার!
অনিচ্ছায় ডেকে বলতো মা কাল রাখবি কি রোজা?
শুরু হতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পক্ষে রোজা না রাখার
হেয়ালি ডাকেই লাফিয়ে উঠতাম সেহরি খাইবার।

যুদ্ধাবস্থার মধ্যে আটকানো রোজা কত না পাহারায়
সারাদিনের পীড়াপীড়ি রোজা ভাঙ্গার ইচ্ছা-অনিচ্ছার
অধীর আগ্রহে থাকতাম চেয়ে বেলা দ্বিপ্রহরে গড়াবার
অবশেষে টিকে যেত স্বপ্নের রোজা, ইফতারের মজার।

মানুষ না পদবী

কোন পরিচয় জরুরী? মানুষ না পদবী?
কোন পরিচয়ে পরিচিত হবি? তুই একজন
আদ্যোপান্ত মানুষ, নাকো পদ-পদবীর ফানুস!

তোর তো অনেক আছে, বাপ-দাদার ভিটে-
কামাই-রোজগার, খানা-পিনা, পরনে-পিন্দনে
ডাট-ফাট, মানামাদ্য; তৈরী হতে প্রয়োজন যা
ছিল বা আছে তোর সবই তা, কেন ভাবিস তুই?

ভাবি কি সাধে? খুটা-খুটির একগাদা দায় নিয়ে কাঁধে
অমুক-তমুক, বিয়ে-টিয়ে, মাধ্যম যত প্রতিষ্ঠা পেতে
সবখানেই একটাই জিজ্ঞাসু- কি করা হয়, পদবিটাই কী?

ঐতিহ্যের প্রাপ্তি কখনওবা বিনয়াবনত চিত্তে বলি জ্বি
ওমা তাতেই কি? এযেন কিছুই না, যেন ক্লীব লিঙ্গাবস্থা!
কে শোনে বেকারের বেকারী, আছে কি বুঝানোর অবস্থা?

হইলে পরিণিতা গিন্নি কোন না কোন যোগ্যের
থাকে যদি স্বামী সহকর্মীর পত্নী কোন অফিসের
যদি দেখা হয় একে অপরের মাঝে কোন অনুষ্ঠানে
শুরু হবে মাপা-মাপি মেধা, যোগ্যতা আর কদরের
ইনিয়ে বিনিয়ে শাণিত বর্ণনে কর্তামশাই সদাব্যস্ত
পরিচয়ে তাকে টিকাতে যেন প্রতিযোগিতার পাত্রীস্থ।

তবে কি শুধু মানুষের নেই কোন সম্মান? পদ-পদবীই
কী সব? যোগ্যতা পরিমাপের মাপনযন্ত্র যত–
করে তোলে তাকে স্ব-মহিমায় মহিমান্বিত!

দুর্ঘটনার বলি

চলিতে রাস্তায় থাকিলে ব্যস্ততায়
দেখেশুনে চলাচল হয় ভাল ফল
গায়েতে থাকিলে বল নহে কিন্তু কল
সে কথা সারাক্ষণ মনে রেখে চল।

দিকটিক ঠিক করে যতই চলিস পথে
নাই কোন ঠিক-ঠিকানা যন্ত্রের যুগে

হুঁশ করে করলে যন্ত্রের ব্যবহার
কায়দাটা ফায়দায় পরিণতে একবার।

ইদানিং রাস্তার নাই কোন গ্যারান্টি
দুর্ঘটনা ঘটনের কোন নাই ওয়ারেন্টি
আগে-পরে, পরে-আগের নাই কোন সিরিয়াল
গাড়িচালক চালকগাড়ি হয়ে গেলে বেসামাল
এমনিতেই –
যন্ত্রে বা অযন্ত্রে ইচ্ছে বা অনিচ্ছায়
রাস্তায় কিংবা পথে সাবধানে যতই চলি
কপালের ফেরেতে হতে হয় 'দুর্ঘটনার বলি'।

এমনি করেই -খালি হয়ে যায় শত মায়ের বুক!
আঁধারেতে ছেয়ে যায় নেমে আসে শোক
প্রিয়জনের আহাজারি আর কত বাতাস ভারী
চলাচলে মিলবে কিনা এতটুকু সুখ-!

এদিনের বাড়ি ফেরা

এই তো বাজার থেকে ফিরছিলাম–
ফিরতি পথে গিন্নির ফোনটা পেলাম
অন্ধকারে হেঁটে ফোনালাপ চলছিল বেশ-
যেমনটি হেঁটেছিলাম ত্রিশ বছর আগে
তখন স্বাধীন ছিলাম ছিল না কোন রেশ;
বন্ধুর আড্ডা ছাড়ি রাতবিরাতে ফিরেছি বাড়ি
ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছুঁচোছুটা রাস্তায়, ঝিঁঝিঁ পোকার
একগুঁয়ে শব্দে, শিয়ালের হুক্কা হুক্কায় গা ছমছমে
ঝাড়-বাদাড় আর বাঁশ-পেঁচাদের বদমায়েশি এড়িয়ে
কচু-ব্যাঙের সাপ-সাপিনীর ভয়ঙ্করী ছোবল উপেক্ষায়।

আজ সেই পেঁচা, শিয়ালদের চোপাটি নেই সেখানে
ঝিঁঝিঁ রব আর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙে থেমে যায় আলাপন

মোবাইলটা জ্বলে উঠে সাপ-সাপিনীর ভয়ের তরে
অবশেষে বাড়িফিরি নিরিবিলি নিরাপদে।

প্রশ্ন জাগে মনের কোণে-সেদিনের বাড়ি ফেরা
আর এদিনের বাড়ি ফেরা হায়!
এমন কেন তবে, সে কার জন্যে?

ভাবছি শুধুই জিরো

মানুষের ভীড়ে মানুষ যতই ঋদ্ধ, যেখানে মনুষ্যত্ব প্রশ্নবিদ্ধ!
সাদা-কালো, দীঘল-বেটে, স্ফীত-কুঁজো
ফুটফুটে আর চটপটে, যত্নে কিংবা অযত্নে
এখানে-সেখানে, যাই বা যাই না যেখানে
নীরবে-সরবে মানুষ, অপমানে-গৌরবে মানুষ
আরামে-ব্যারামে, ঠাণ্ডা বা গরমের চরমে
নিপীড়ন, নির্যাতন, জুলুম আর শোষণ
অন্যায় পোষণ আর অত্যাচারীর তোষণ।
দেধারসে চলছে যেমন বেশ যন্ত্রণার একশেষ
বারোয়ারি মানুষের বাজারে কেনা-বেচায় নিজেকে
দাম-অদামের আপেক্ষিকতায় খুঁজি মনুষ্যত্বের আদর্শ
মন্দ আছে তাইতো ভালো আর কালোর ক্ষেত্রে ধলো
তুল্য-অতুল্যের ফেরে আজি ভাবছি শুধুই জিরো।

আমি কোনো বিশেষ প্রাণি নই

আমি কোনো বিশেষ প্রাণি নই
আমি দ্বিপদী প্রাণিসম মানুষ
আমার একটি মাথা, দুটো হাত
মাথার সামনের দিকে দুটি চোখ
এবং দুপাশে দুই কান আছে বৈকি
দুইটি করে আয়ন-ব্যয়ন অঙ্গ আছে

চিন্তন ক্ষেত্র আর আবেগক্ষেত্রও আছে
এবং মজার বিষয় হলো সব্বারই তাই আছে
অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, ভালোলাগা-ভালোবাসা, প্রেরণা
কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, মোহ-মাৎসর্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা
এসব সবারই আছে শুধু আমার একা থাকবেইবা কেন?
আবার উল্টো দিকদিয়ে যদি ভাবি তাহলে অভাব কি?
বোকামি, নির্বুদ্ধি, বেখেয়ালি, নির্মম, পাষণ্ড, নিরুৎসাহ
অনুভূতিহীন, বোকা-সুকা, ভন্ডামি, দুর্বলতা, ধুরন্ধর
এগুলো হয়ত অনেকের থাকলেও আমার কম
সে কারণেই সবারচেয়ে নিতেপারি বেশি দম
অবশ্য আমায় ভাবতে পারেন অনেকে সম
কিছু ভাবনা মিললেও আমি আমার মতন
মোর সাথে মিশলেই বুঝবে আমি কেমন
সদা সরল পথে চলি বোকা এড়িয়ে চলি
সদা সাদাকে সাদা-কালোকে কালো বলি।

দান-খয়রাতি শিক্ষা

আমি একটি দান-খয়রাতি শিক্ষার কথা বলছি-
দেখে শেখা শেখা যায়, দেখে লেখা লেখাকি যায়?
তেমনি শুনে-বুঝে শেখা গেলেও লেখা কি যায়?
এখানে-সেখানে যেনতেন
প্রতিযোগিতার হলেতা কে শুনবেন?

সম-বাজেটের কাজটা নিলি
উদ্ধার করবি বলে
দিনদিনাদিন কাটালি যত ভার্চুয়ালে ঘুরে
কাজটাকে কাজ ভেবে ঘুরেছে হয়ে হন্যে
উদ্দীপকের উদ্দীপনায় খোঁজে মিলেছে পাঠ্য পুস্তকের সনে–
দেদারছে লিখছে তারা পটে আঁকা অংক
নিরবধি চালিয়ে যাচ্ছে দেয়নি লিখায় ভঙ্গ।

তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার যোগ্যতা তোর আছে?
ভেবে দেখ্ প্রজেক্টের মান-ইজ্জত আছে কিনা গেছে
ভার্চুয়ালের রং-তামাশায় করলি বাজেট শেষ
যোগ-বিয়োগের অংক কষে হারলিরে শেষমেশ
এখন তাই হিসেবের সময় মেলা যে ভার
হলের ভেতর মরিয়া হয়ে চালাস তাই– খয়রাতি কারবার!

কেনা বাতাস

যতসব বেক্কল ভাবিস নিজে সো-কল্ড
বিড়ি আর পান খেয়ে ফেলিস যত পিক্কল
দাঁতের মাড়িত গুল মেরে টালকিমেরে থাকিস
বললে কিছু টালমাটালের আওড়া-বাওড়া ঝারিস
ছাগীর মত জাবর কেটে গুরুগম্ভীর পথ চলিস
বাপের জায়গা নোংরামিতে ভক করে পিক ফেলিস?

এদিক-ওদিক দেখেশোনেই ফিক্ করে ধোঁয়া ছাড়িস
বামে-ডানে পিছে চাচা আর জ্যাঠা তাড়িস
বাপ-দাদা, মুরুব্বী, মাস্টার মশাই আড়ে রাখিস
বাপের টাকায় কেনা বাতাস হরহামেশা নষ্ট করিস?

পচা ধোঁয়ার নল টেনে বাড়ি ফিরিস
ছাগলী মুখে গন্ধ ঢাকার ফন্দি আঁটিস
পারবি নাকো বন্ধ বাবুর নাকের গন্ধ
ঘুমপারানীর সময় বলবে মুখটা ধও
মান-ইজ্জত থাকল কিনা এবার কও?

তুই যদি খাস ছাঁইপাশ আর বিড়ি
শিষ্য খাবে গাঁজা আর রসের তাড়ি
গুরুর শেখার আদর্শ আর বুলি ছাড়ি
ধরতে পারে নেশার মদ কিংবা নারী-!

মাহে রমাদান

হে রমাদান– মাহে রমাদান-
তুমি দুষ্টেরে শিষ্টের রমাদান
পশুত্বকে কোরবানীর রমাদান
শয়তানকে মনুষ্যত্বদানের রমাদান।

দুনিয়াবি কাজ যত করিয়া কর্তন
মনকে করিয়া পরিবর্তন
আল্লাহকে যপো হরদম
পাক কলেমা নামাজ ধরো
তওবা, তসবিহ্-তাহলিল পড়ো।

রমাদানের চেয়ে যে ইবাদাত হায়
শুনরে আর এ ভুবনে নাই
সাবেকের চেয়ে সত্তর গুণ পূণ্য
লিখা হবে তাই কিতাবেতে পাই
তাইতো আমরা অতি সহজভাবে
বেশি বেশি ফায়দা হাসিল চাই।

তিনস্তরে সাজানো মাহে রমাদান
রহমত, মাগফেরাত আর নাযাত
গুনাহ মাফের এ এক সমাধান
দোজখের আগুন হতে পানাহ্
ধুয়ে-মুছে যাক জীবনের পঙ্কিলতা
পেয়ে যাব আজাদ, হতে গুনাহ;
থাকুক যত কুকীর্তিকর্ম আর কিনাহ্।

নবম মাসে রমাদান আসে
হিজরি সনের চাঁদের ভেদে
রাত-দিনের দীর্ঘ উপোষ হয়ে
তারাবিহ্, সেহেরি, ইফতারি পাশে
ল- খজুর,বুট-মুড়ি, পিয়াজি, শরবতে
দিনের শেষে মুসুল্লিগণ মাতে মশগুলে।
নামাজ, যাকাত-ফিতরা, দান-খয়রাতে যত বদর
মুমিনগণ মাতে তেলাওয়াত আর লায়লাতুল ক্বাদর।

ট্র্যাকবিহীন চলি

সে আগুনের কাছে ফেলে দেয়
ঠেলে আমাকে
অযাচিতদের ভিড়ে অপাংক্তেয়দের
মুখোমুখিতে
এ কোন খেলা সে খেলে যাচ্ছে অহর্নিশ?
আমাকে নিয়ে
সেকি আমার বন্ধু? নাকি আমার ডামী
মুরিদকামী-
আমিও গোবেচারা ট্র্যাক বিহীন চলি
দৌড়বিদের মত
শুধু মিছে সম্মোহনের আস্বাদন পেতে
ছুটছি যত-
কি চাই কিইবা আছে দেবার তার
জানিনা তো
আমারইবা কি পাওয়ার আছে তাতে
সেটাও জানা নাই-!

এই মেয়ে–

এই মেয়ে,
হয়ে পোয়াবারো, আহলাদে আটখানা ছাড়ো
পেয়েছো মহিমান্বিতের গ্যাস, যন্ত্রণার একশেষ,
পেয়েছো যা মা থেকে কিংবা তার মা
পারবে করিয়ে দেখাতে? পারবে না–!

এই মেয়ে,
ডিম ভাজতে পারো? মুরগির সাদা ডিম? আর
ভাত রাঁধার কথা বললেই পানিতে মেন্দা যার
কাঁচকলা, কচু দেখেছ কখনো? ফুটানীর ফোস্কা-
বেকারী আর বিস্কুটের কোম্পানীর নিলামাবস্থা!

এই মেয়ে
ঝালমুড়ি ঝাকিয়েছ? জামের দিনে জাম? যতসব ফাস্ট
এই মেয়ে কি তোমার কাস্ট? আম, বেগুন ভর্তায় হাতিয়েছ?
হাতাওনি কখনো? এ যে মায়ের সর্বনাশ
কেন কর না তাহা, মা করেন যাহা? দাঁত কোথায়?

এই মেয়ে শোন? ফলাফল পরিবর্তন হবেনা কোন!
যতই দৌড়াদৌড়ি করনা মাস্টার বাড়ি? ভণ্ড ঠোনায়
আটকিয়ে পারবে কি? রাখলে রাখনা মায়ের মতন
ন্যাকা-ভদ্রা শুদ্রাও-বাপের হাতে তোলেছ কখনো চা?

কে বলেছে এম্বা? দেখায়নি বাদাম, বান্দীর শেফালিরা-!
ব্যক্তিত্বে অটল, মানুষে ও স্বদেশের তরে সদা সচল
হাজারো গতানুগতিক সংস্কৃতির জয়, পত্রিকায় কয়
এভাবেই এগোও আমার মা, ছোট্ট মা আমার, হারিও না!

একটি পরীক্ষা এবং অতঃপর

নাপিতের বাচ্চা তোরা–তাও আবার যেই সেই নাপিত নয়
বারবণিতার জল জঙ্গলের নাপিত
শুনেছি বন্দরের বাজারে অধুনা ছিল
নাপিত হাতেগোনা কয়েকজন যেইতা
তারাই নাকি কাটত-ছাটত বারবণিতার ঐতা
ব্যাঙ্গের ছাতার পাঠশালেতে নেতাপুতযার সেইতা।

জীবনভর চুল-ছাল কাটানি দেখবি আর কত?
সেখান থেকে বেরিয়ে তুই যাতে উঠিস যত
হবেনা তোর এ্যাঁ, অ্যাঁ, শুয়রের গুদগুদানিতে
কেটেকুটে, নকল-টকলে সাজানো বক্তৃতাতে
নাপিত থেকে শুকরছানার গুদগুদাবি যত
পদ-পদবীটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তত।

এহেন জন্ম যাদের শেখার পরিবেশ কোথায়?
হবেকি উত্তরণ তা থেকে থেকেছিস যেথায়?
নগরের নটিরা যেথায় তোর বাপের অভিক্ষক
তোর হবে কিনা উচ্চসিঁড়ির উঁচুমানের শিক্ষক!
তুই তো চাস না পরিবর্তনীয় আচরণিক শিক্ষা,
দরকার শুধু ধানাই পানাইয়ে উপরে উঠার সিঁড়িটা
ঈাবি কি নাগাল হবে কি যোগ্যতা আস্তানায় পৌঁছার!
পারবি কি নিজেকে যাচিয়ে নজর কাড়াতে কর্ত্তার?

যতই করিস মস্তানি আর কার্য হাসিলের বেয়াদবি
উত্তীর্ণ বা পার হতেই হবে পরীক্ষা নামক কার্যবিধি
পরীক্ষার নাম শুনলেই বেড়ে যায় তোর মাতলামি
বের করিস পাস করার কায়দা-কানুন আর বাতলামি
চেক দিতে গেলেই তোদের ফাজলামি আর নোংরামি
খেতে হয় কিল, ঘুষি, থাপ্পর, লাথি আর গুন্ডামি।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

ইলেকশন কিংবা শুভাগমনে বিশেষের বক্তৃতায়
নিঃছিদ্র নিরাপত্তা
ইলেকশন, শুভাগমন, বক্তৃতা যাদের ভেবেছ কি জানি না
তার হালখাতা!
হারলেই হালখাতা ফাঁস, আছে কি জানিবার তাদের
চরিত্রের অবকাশ?
চরিত্রের এত আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও এত মূল্যায়ন
এত সুরক্ষা
আম-জনতার কোন দাম নেই? যতই থাকুক তার
সামাজিক সফলতা
দাম নেই ইয়াসমিন, তনু, নুসরাতদের অসহায়ত্বের
ঘর্মঝরা শ্রমের?
এইকি তার প্রতিদান? তাদের প্রতি নেই সমাজের
কোন দায়!
এভাবেই অসহায়ত্বের মুখোমুখি হতে হবে তাদের

স্বাধীন দেশে!
এত বক্তৃতা, আহবান এত প্রতিশ্রুতি কোথায় সেই বিশেষ গোষ্ঠী?
তাহলে আশপাশেই ওঁৎপেতে ছিলকি পঙ্গপালসম
অন্য জনসমষ্টি!
বায়বীয় পর্দায় চলছে কি সৃষ্ট মধ্যযুগীয় নারকীয়
নষ্টখেলার ছবি
তাহলে কি বলব সিনেমার পর্দা বদলে গেছে
অতি সম্প্রতি!
যে সিনেমা এখন বেশ্যামায়ের জারজ কুলাঙ্গারদের দখলে অতি।

পরিণত বাঁশ

আমি প্রতিনিয়ত কেটেকুটে ছেটে ছুটে
একটা পরিণত বাঁশে রূপান্তরিত হচ্ছি।

আমি কোন আছোলা, অলঙ্গা কিংবা নগি নই
আমি ফস্কা, টেটা কিংবা অলস ছিপও নই
তাড়াই, বাখনি, বরবাসা জাতে কি আসে যায়
আমার কোন জাতপাত নেই আমি আমিই।

আমি ভূবন ছেদিয়া উঠি নাহি পরোয়া মানি
আমার বংশ বিস্তৃত ডালপালা নেই আমি একা
তুলতুলে ডগা আমার আকাশে-বাতাসে মেলি
আমি গগনমুখী সোজা টানটান মাথা নোয়াই না।

আমি কোন এলানো-মেলানো কিংবা শোভানো
কোন বাজ-টাজ, পাতানো বিটপের দলে নেই।

জীবনের ঘুটি

বৃষ্টির রিমঝিম জীবনের রিমঝিম হবে কি?
কৈশোরে বৃষ্টিরা তো তাই বলেছিলো-
বলেছিলো, মন্দ-দ্বন্দ্ব ছাড়ো ছন্দে দোলো
দোলে চলো জীবনের মাকুন্দোলায়-
সেই যে দোলেছি কত, কত না ভঙ্গিমায়।

পাতানো জালে বারান্দায় বৃষ্টির ছন্দে
বুনিয়েছি কতই না জীবনের স্বপ্ন
কলা কান্ডের নৌকো বৃষ্টিতে ভাসিয়ে
স্বপ্নেরে জানিয়েছি কতই না স্বাগতম
সেকথা পড়েকি মনে? পড়ে না হরদম।

লুডু, পাশা আর ঘর কেটে মাটি
কচুর ডাটায় খেলেছি বানিয়ে গুটি
শুধুই কি খেলাচ্ছল? আর বকুনির লুকানি
তাতে কি ছিল না জীবন চলার ঝলকানি?

হিসেবের শেখাশেখি কৈশোরের মেশামেশি
পাওয়া-না পাওয়ার দোলা-দোলের শৃংখলা
শেখা হয়েছে ঢের, শুধু মিলে কি মিলেনি
কাংখিত, কল্পিত জীবনের ঘুটি-!!

ছিটকে পড়া

চলতে চলতে জীবন মনে আর চলে না
খেতে খেতে আর কত হোঁচট খাবে এ মনটা
যেন আর টলে না
মিশনে ভিশনে আয়নে ব্যয়নে
নিজের বা অন্যের প্রয়োজনে
খেতে খেতে ধাক্কা আর ফাক্কা

কোনমতেই ঘুরেনা যেন চাক্কা!

একদিন দেদারছে চলেছে জীবনের টেক্কা
সেদিনক্ষণ আর যেন নেই
আসে না সেই ঝাল কাবাবের সিক্কা!

সিনেমার সামাজিকতা থেকে ধীরে ধীরে
ক্লাইমেক্স এর হাহুতাশ, এই বুঝি ছোঁবার পালা-
হারু পার্টির খোঁজ নেয়ার সময় নাই
এমনি করেই প্রতিযোগিতার বাজারে ধাক্কা
খসে গেল কি ভিশন আর মিশনের ফাঁকি?
ছিটকে পড়ার তবে আর বাকি–?

সত্যের কলাগাছ

জানি আবার জানিও না–
এভাবে প্রতিশোধ নিবে বুঝিনি আগে!
একি প্রতিশোধ না প্রতিহিংসা?
এরকম প্রতিশোধের ভাষা যাতে
ঠিকমত বোঝা গেল না তাতে
একি তবে সত্য ঢাকার মিথ্যা আয়োজন?
নাকি উত্থিত সত্যকে চিরায়ত মিথ্যা দিয়ে
প্রতিষ্ঠিত করার পাঁয়তারা মাত্র?

কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি ঘটবেই
সত্যের কলাগাছ যতই কাটুন গজাবেই;
গ্রহণীয় সত্যকে অসমর্থিত তথাকথিত
অসত্যের বেড়াজালে যেমনটা
আটকিয়ে রাখা যায় না তেমনটা
তেমনি সত্য সুন্দর সত্য মহান
সত্যাশ্রয়ী, সত্যানুসন্ধিৎসু রবে বলীয়ান।

ওরে ভীতু-কাপুরুষের দল
যুধিষ্ঠিরের কাছে তবে চল
সমর্পিতে বল-
সত্য অবদমিত শোনরে ভাই
দমিবে সত্য এমন সাধ্য নাই!

যন্ত্রণার টিকাদার

রং লাগিয়ে সঙ সেজে যতই করো চামচামি
পারবেকি কভু লভিতে তোমার কাঙ্ক্ষিত মাতলামি?
নিজের যোগ্যতায় ডিঙ্গিও তুমি বিপদ-আপদ যত
অর্জিও পারঙ্গমতা যত লঙ্ঘিও তব শঙ্কা শত
পর্বত থেকে পর্বতমালা করিয়া অতিক্রম
গিরি, গিরিতল পুনরায় গিরিচূড়া চড়িও
চষিও তুমি আসমুদ্রহিমাচল।

শিরোমণি অর্জিও মানবকুলের যত রেকর্ড ভাঙ্গি
পিতা, প্রপিতামহের ঐতিহ্য ছাড়ি
হয়ে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল- করে কাঙ্ক্ষিত অর্জন।

যাহা পারো না যাহা পারিবার নহে
কেন করো তাহা গ্রহণ করিতে সমর্পণ
ঠিকাদারি ছাড়ো? যন্ত্রণার ঠিকাদার!
অসময়ে, যখন-তখন কেন বনিও কষ্টদার?
অধীনের হৃদ খোঁজেছ? খোঁজনি একটিবার!

মাঝামাঝি

আমি নির্লজ্জ আমি বেহায়া
আমি কথা না বলে পারি না
আমি সম্পর্ক একেবারে সারি না
ভালোলাগা ভালোবাসাবাসি তাড়ি না।

না শুরাশুরি না শেষাশেষি আমি মাঝামাঝি
চড়ালেও চড়ি না, নামাতে চাইলেও নামি না
হাসালেও হাসি না, কাঁদানের বেলায়ও কাঁদি না
আমি অনেক কিছু,আবার মাঝে কিছুই না।

আমি স্বগতোক্তি ঝাড়ি, অতীতের যত কথাকথি
এতে নাই কোন পিছুটান, নাই কোন মাতামাতি
আমি স্বতস্ফুর্ত থাকি, যত সাদা বা কালোতে
বিরক্তি বোধ যত অভাবে, মানুষের এহেন স্বভাবে।

খাসিলত

দিনে দিনে আমরা কি খাসিলতটারে করছি ঝালাই?
এসব কথা কয়কি এলায়! প্রয়োজন নাই!
বয়স ভেদে আচরণের পরিবর্তন কি করছি সবাই?
এগুলিন তো কোনদিন শুনি নাই! দরকার নাই!
পরিবর্তন কি ধনাত্মক না ঋণাত্মক ভাবছি কি সদাই?
যেমন আছি তেমনি ভালো, অপরিবর্তন চাই।
সমাজের মানুষ আমায় কীভাবে নেয় ভাবছি কি তাই?
নেয়া-থাওয়ার বিষয় রাখেন, হয়েছি কি তাই?
কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা তা কি কখনো করছি যাচাই-?
যাচাই-টাচাই কে করে, কাটছে ভালাই!
কে তুই? বিষয় কি তোর? পড়িস কিংবা পড়াস কি?
হাকুর পোলা ছিরির পড়া পইড়া করস তাকব্বরি
মানতামনা ঢের পড়ে তোর মত অমন পড়ার মাতব্বুরি।

পারদর্শী

যদি প্রশ্ন উঠে এটা কে পারে?
অন্তর থেকে নিরবে ধনাত্মক উত্তর বেজে উঠে–
যদি প্রশ্ন উঠে এ অ্যাসাইনমেন্টটা কাকে দিয়ে সম্ভব?
পূর্ববৎ উত্তর আসে আমি––!
এভাবে এটা, ওটা, সেটা–সবটা পারার কর্তা আমি

অথচ এই আমিটার স্বার্থে জুটে ঘোড়ার আন্ডা
মজার না? তাহলে বলেন, বসে বসে ভাজি ভেরেন্ডা!

এটা, ওটা, সেটা সবটাই করাস যদি?
নিজে পারিস কী ছাই?
কাজ বাতলাস বসে বসে,
আর চুকচুকিয়ে অর্থ খাস খসেখসে?

বেঈমান অকৃতজ্ঞের দল–
ভগবানের কাঠগড়ায় চল?
বসে বসে বক্তৃতা আর মিষ্টি কথার ফুলঝুরি
বাতলানো ঠিকাদারের বদনাম আর মুখচুরি
সে কিরে স্বভাবরে তোর? ধেত্তেরি–!

বৈশাখ

সামন্তের দায় মিটানোর সরলীকরণ বৈশাখ!
এ কোন প্রান্তিক চাহিদার বহিঃপ্রকাশ নয় বৈকি!
কর আদায়ের নববর্ষ নবানন্দের মেলা হবে কি?

ঐতিহ্যের সম্মিলনে মিলেমিশে একাকার এই বৈশাখ
হাফছেড়ে কৃষকের দল তবুও বলে উৎসবে চল
হালখাতার বাকি বর্গা শোধে বদলী রসিদ আনাই
দীর্ঘশ্বাসী কৃষক ঝেড়েমুছে যেন নাহি ধানাই-পানাই!

মেতে উঠে তবুও পুনরুদ্দমে গিন্নি-পুলার তাড়নে
পারে নাকো কোন টানাপোড়েন বা টাকাকড়ির বারণে
সাইঞ্জা ভাতের হান্তায় শাকযোগে খায়ি চলেন আগুতে
মেলাত-টেলাত ঘুরি-ঘারি পারলে ব্যস্ত কিছু কিননে!

খেলনা, বেলনা, চরকা-চরকি গরু আর ঘৌড় দৌড়
ধুলাবালি, ঘাম, গোঙানি হজমেতে কে দেখে দীর্ঘশ্বাস
হায়রে বৈশাখ! চাওয়া পাওয়ার কতটা মিটালি তোড়
নাকি দিন শেষে রয়ে গেল শুধুই ক্লান্তির অবসাদ!
ভক্তি

বুঝবে না আমাকে সেটা তব বুঝিবার নয়–
বুঝতে হলে মম তব সমমন কোথায়?
সমসুখী-সমব্যথী মিথষ্ক্রিয়ায় মাখামাখি
কীইবা আছে তোমাতে? সে কাব্য রচিবার?

যা কিছু অর্জন করিয়া বর্জন সুখ-ভোগ
সপিত সকলি কল্যাণে নহে কিছু আপন তরে
ধ্যান-জ্ঞান, কর্ম সপিত করতঃ বুঝায়ে মর্ম
এ সবই দেবার, নহে কিছু রাখিবার।

পানের পাত্র রিক্ত করি সঁপিয়া জল তব
দানপাত্র ভরিয়া সিক্ত করি মিটাতে পিয়াস
হৃদিয়া প্রণাম মম ভক্তি ভজন সাধন তিয়াস
জয় তব মোক্ষলাভী, হে যোগ্য বোঝমোহিনী।

যথা ভক্তি ভজন সাধন তব মোর লাগি
তব তরে কৃতঘ্ন মম চিত্তে কভু নাহি;
যুগ যুগ যবে রচিছে মহাকাব্য যত মহাজন
লঙ্ঘি কেমনে তাহা অধুনা যুগে করিয়া সৃজন!!

বলাৎকার

সামাজিক, সাংস্কৃতিক পটে ধর্ষণ নতুন কিছু না
সৃষ্টির আদিকালের ধারাবাহিকতা মাত্র
এত্তোসব ঘটনা, রটনা আছে বলেই
সাদা-কালোর তফাৎ বুঝা যায়
মানুষ-পশুর ব্যবধানটাও ঠাহর পাওয়া যায়!

কালে কালে ধর্ষিত ব্যক্তি, সমাজ, জাতির
হৃদয় গোঙানোর সচিত্র অবস্থা আমরা দেখেছি
প্রতিনিয়ত এত ধর্ষণের মাঝেও এই নিয়তি

আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারবে কি? হয়ত না।

কিন্তু অর্থনৈতিক ধর্ষণ এর মত মারাত্মক
ধর্ষণ ঘটে ঘটে যখন ফানা ফানা হয়ে যায়?
তখন গোটা জাতি ধর্ষিত হওয়ার মত কলঙ্কিত হতে
আর কিইবা থাকে বাকি!

সেই অনুভূতি, ক্ষেদ, পুঞ্জিভূত প্রতিবাদগুলো
শুধুই কি ইথারে গোমরে মরতে থাকবে?
মানি
অভিভাবকহীন পরিবারে যেমন পারিবারিক বন্ধন
অনিশ্চিত...
তেমনি।
পারিবারিক অসম্প্রীতিও সামাজিক বৈষম্যের
অন্যতম কারণ;
তবে কি
আমরা অভিভাবকহীন? কিম্বা পারিবারিকভাবে
ভারসাম্যহীন?
অথবা
বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপের বাসিন্দা?

বেয়াদব

তোর কাজ বেয়াদবী করা, কর, করতে থাক
আদব-কায়দা তোর বুঝার দরকার নেই
তোর যা করার তাই করে যা..
খবরদার কখনো বেয়াদবি ছাড়বি না
কারণ পৈত্রিক সূত্রে তুই বেয়াদব!

তোর দাদা, পৈ-দাদা থেকে এটা পেয়েছিস
এটা তো কম বড় কথা নয়!

মরার আবার জাত কি? বলেছে লেখক
তোর জাত বেয়াদব, দেখি কে ঠেকায়
কে মানে তোকে? কোথায় অবস্থান তোর?
উত্তর মিলবে কি তাতে? তাহলে তুই মৃত নস?
আর তাতেও তোর জাত আছে, আছে 'বেয়াদবি'
বেয়াদবি কর করে যা, ঘাটে-অঘাটে, প্রতিষ্ঠানে
করতে করতেই এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে
গল্প থেকে গল্পান্তরে, মানুষের সমর্থনে, অবশেষে
জনপ্রতিনিধিত্বেও, এতে দোষের তো কিছু দেখি না!

মধ্যপদী

শহরতলীতে থাকি সলিং বিহীন রাস্তায় হাঁটি
গ্রাম-শহরের সন্ধিক্ষণে না-গ্রাম না-শহরে ডাকি
মধ্যবিত্ত বংশীয় বৈশিষ্ট্য ধারণের পায়তারা চলছে
নিজেকে যতই শহুরে ভাবি বা জাহিরী করি না কেন।

মনের অজান্তেই ঘটে যাচ্ছে সে বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ
প্রতিফলিত হচ্ছে আমার চলনে আমার বলনে
আমার গায়ের প্রতিটা লোমকূপের ভেতর থেকে
বের হচ্ছে মধ্যপদী সমাসীয় এলোমেলো গন্ধ।

আবিষ্ট হচ্ছে উভমুখি হুদল কুতকুতের দল
মিশ্রিত গন্ধে দোলায়িত হচ্ছে নাচ্ছোরেরা
এমনি করেই সংক্রামিত হতে হতেই একদিন
দলভারী হয়ে চলেছে মধ্যপদী দলীয় ব্যানার।

কোন জীবননাশের পায়তারা নয়, নয় কোন-
আহামরি কিছু আদায়ের নীলনকশা প্রণয়ন
তবে অনর্থক বগল চুকচুকানির মতও কিছু নয়
যেখানে বিষয়োপযোগিতা ভুলি কীভাবে?

হাল কভু ছেড়ো না

হ্যাংলা, ছ্যাবলা, ভ্যাবলা জীবনের মানে কি আছে?
গোলক ধাঁধাঁ ছাড়ো- 'পাছে লোকে কিছু বলে'
সোজা হও, ন্যাকা ছাড়ো চলনে কি বলনে
বন্ধ হোক ধার-ধারির জাগতিক তাড়নে।

পাবেকি পাবেনা, হবে কি-হবে না ভেবো না
উচ্চারিতে হও সোচ্চার সাদা-কালো নিশ্চয়নে
নিত্যকৃত্যে হও নিষ্ঠ করিতে বর্জন যত ক্লিষ্ট
না না বলো না আর কৃতকর্মে হও সচেষ্ট।

দৃপ্তপদে এগিয়ে চলো কর্মকে মর্ম করে
সিঁড়িটাকে ধরো আঁকড়ে যেন নাহি ছিড়ে
গতানুগতিকতা ছাড়ো সৃজনী স্বপ্নে বিভোরে
মস্তিষ্ককে সচল রাখো দেয়া নেয়ার সাড়াতে।

দিনাদিনের কাজটি সারো রেখে কিছু দিও না
ধিকিধিকি জ্বলতে থাকো হাল কভু ছেড়ো না
বাঁধা আর বিপত্তিতে আছড়ে কভু পরো না
প্রয়োজনে সইতে হবে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা।

টোকাই

এখানে-সেখানে টোকায় টোকাই তাদের কয়
বয়স তাদের আট কি দ্বাদশ এরকমই হয়
ফেলে দেয়া জিনিসগুলো খুঁটে করে দরকারি
পূর্বের মালিকানায় সেটা হলেও সরকারি।

রিএজেন্ট এর দুনিয়ায় কাঁচামালের সংগ্রহে
অবদান আছে যে তার আকাশ ছোঁয়া আগ্রহে
যুগে যুগে তাদের দিয়ে শিল্পের চাকা চলছে
উন্নয়নের রোলমডেলে আছে ইতিহাস বলছে।

হেথায়-হোথায় টোকালেও চুরি তারা করে না
অনেক টাকা জমালেও পেশা কভু বদলায় না
এদের থেকে অনেকেরই নেওয়ার আছে শিক্ষা
ঠকবাজ, দালাল, জুচ্চোর আর ফকিরের ভিক্ষা।

ঘুষখোর টোকায় টাকা, দুর্নীতিবাজ দুর্নীতি
জাতের টোকাই ঢের ভালো নাই তাদের চোরনীতি
টোকাই নাম ঘুচিয়ে নাম হলো পথকলি
ট্রাস্ট ফাস্ট যতই হোক টোকাই হোক বলাবলি।

এ যুগের শিক্ষক

শিক্ষক দাঁড়িয়ে লেকচার টেবিলে
পাঠদানে থাকতো মগ্ন বিলাসে,
কেহবা ঘুরাঘুরি ফেরাফেরির ফন্দিতে
কেহ কেহ বাহবা লুফেনিত কায়দাতে।

পাঠ দেয়া পাঠ নেয়া ঝটপটে শিক্ষক
দোলাচালে দোলাতো শেখে নেয়ার পাঠক,
শোনাশুনির কানাকানি চলতো অবিরাম
তাতে যায় আসে না যেন সে নিধিরাম!

এইভাবে পাঠদান এখন আর চলে না
বকাউল্যার বকুনি শুনাউল্যা মানে না,
যদি চাহেন পাঠদান করতে গ্রহণীয়
একমুখিতা ছাড়তে হবে পুস্তক পাঠনীয়।

কারিকুলাম না জেনেই করলে পাঠদান
স্তরভেদে দক্ষতাটা হবে না সফলকাম,
এপ্লিক্যাবল করবে সৃজনশীল পদ্ধতি
জানতে হবে আরও প্যাডাগজি-এন্ড্রাগজি।

প্রযুক্তি এড়ানোর উপায় আর নেই তার
বিষয়ের যথার্থ করতে হবে ব্যবহার,
কন্টেন্ট উন্নয়নের অভিজ্ঞতা যথাযথ
ডিজিটালি প্রয়োগে হতে হবে বিশেষজ্ঞ।

নিদর্শন সৃজিতে হবে কথা ও কাজে
কুঅভ্যাস ছাড়তে হবে সাথে যত বাজে,
তবেই হবে শিক্ষক সবার কাছে বরণীয়
শিক্ষক হবে সদাই অনুকরণীয়-অনুসরণীয়।

তান্ডব জৌলুস

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের ঘানি-
ঘুরিয়েছিস ঢের, এবার হবে-
হবেই হানি, সে তার জানি!

বারোয়ারী, মারোয়ারী সামন্ত তোরা
প্রতাপ, খ্যাতি, পাতানো রেশ
ধর্মে-অধর্মে দেখালিও বেশ
নাম রচিলি সমাজের অগ্রকেশ!

যুগের বিবর্তনে পাল্টিয়ে খোলস
টিকেয়ে রেখেছিস ঐতিহ্যের যাঁতা
বিতৃষ্ণার মহাজনী গান্দারী কথা
লয় হবে হবেই এই তাণ্ডব জৌলুস!

মাটি, চামচামি, নীতির ব্যবসায়ে
কতকাল নিজেকে রাখবি আষ্টে?
পড়বে কড়া তোদেরও পিষ্টে!

যেখানে কবিতা থেমে যায়

ইদানিং
রিকসা চালাতে জোয়ান
চোখে পড়ে না তেমন একটা
তাহলে কি
খেটে-মুটেদের জন্মনিয়ন্ত্রণে–
উন্নতির মাত্রাচ্ছেদ ঘটেছে?
নাকি
তৈরী পোষাকের কারখানাগুলো তাকে
আলাদিনের সাথে বিয়াই সাজিয়েছে!
অথবা
লাভ-ক্ষতির দোলাচালে তাদের-
ন্যাক্কেরী-ফক্কেরীর যবনিকা ঘটেছে।
তাহলে
সেথায় কারা বসিল বা পুষিল?
তাদের উত্তরসুরি নাকি পূর্বসুরিরা?
হ্যাঁ
সেখানেই কবিতা থেমে যায়
কেনইবা এই পদস্খলন, কেন?
তবে কি
শ্রেণীভেদে পরিবারের আপেক্ষিকতা
হতে চলেছে অবসান, ভেদাভেদহীন?
যেমনটি
বৃদ্ধাশ্রমে বিলাসী কষ্টে দিন কাটে
দায়িত্বপ্রেমী পুত্রের পিতাদের
নাকি
নীতির অথৈ বানে উদ্ভাসিত
ধূপ-ধুয়ায় মাতাল হাওয়ায় মগ্ন সে?

কবিতা তোমার জন্য

তোমার তরে আজি দুয়ার খুলেছি
স্বচ্ছ সফেদ আঙ্গিনা আমার
সেথা দিয়ে তুমি এসো তরে মম
হয়ে ব্যাকুল আগুয়ান!

আমার আঁধার কমেনি এতটুকুও
তোমার তিয়াসের জল
তোমার লাগিয়া আকুলিবিকুলি
করিছে মন, চোখ ছলছল!

অবশেষে আসিলে তুমি হয়ে অবেলা
আয়োজন পুরিল তোমাকে ঘিরে
অদৃশ্য প্রতিকী তোমাতে মম
করিয়া অবগাহন ধন্য পূণ্যসম!

পুষিয়া তোমাকে এ জীবন পাতে
কভু করেছি কি কোন ভুল?
সবাই যবে রহিছে ঢের ভালো!
তুমি বিহনে সকলি নাকি কালো।

শূন্য মগ

আমার আমি কি আছে?
তেমনিই তোমার তুমি!
তেলবাজের তেল আছে
মাতালের মাতলামি?

আশ্রয়দাতার আশ্রয় আছে
পোষ্যদের পোষ
তোষামোদের তোষণ আছে

ঘুষদাতার ঘুষ!

সন্ত্রাসীর সন্ত্রাস আছে
মাদকসেবীর মাদক
অপঘাতে মৃত্যু আছে
হলে এগুলোর বাহক।

শ্রমের মর্যাদা কি আছে
হকওয়ালাদের হক
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কি আছে
নাকি শুধুই শূন্য মগ?

বেলা-অবেলার গান

বহুদিন, বহুপথ চলেছি
এই চলার নেইকো শেষ
জীবনের অলিগলি হেঁটেছি
দেখেছি হরহামেশা অনিমেষ।
সুগম-দুর্গম কিংবা বন্ধুর পথে
সর্বদা থেকেছি অবিচল
দ্যুলোক ভেদে ভূলোক ছেদে
চষেছি আসমুদ্রহিমাচল।
কতইনা মিল-অমিলের খেলা
ঘটে চলে জীবন রথে
মিলেনি দেখা কভু মেলা
জোটেনি এতোটুকু হৃদপাতে!
কাহাকে বা কিই খুঁজছি
কভু নাহি বুঝিবার পাই
কৃতিত্ব না মহত্ব পুঁজেছি
এই ঘোর অবেলায়!!
এমনি করেই কেটে যায়
দিন-দিনান্তে, জন্ম-জন্মান্তরে
আশা-নিরাশা, ভালোলাগা-ভালোবাসা
শেষে মিলে কি মিলে না জীবনের হালখাতা।

দেনা-পাওনার গান

জানি না কী এমন আছে আমার!
তোমাকে দেবার, তোমাকে ভালোবাসিবার
আমিতো সদাই অস্থির, নই কোন যুধিষ্ঠির
কাকে বা কিই দেব! বুঝিবার নাহি পাই
কী বা চাহিদা তোমার! মিলিবে কি তাতে আমার?
আমার মত ভালোবাসা, ভালোবাসাবাসিগুলো
যদি হয়ে যায় তোমাতে শুধুই দেনা-পাওনার!
আমার যাহা ভাবনা, কর্ম-কুশলী, বিচরণ–
তোমাতে কভু তাহা হয়; প্রশ্নবিদ্ধ, অশোভন?
সর্বৈভ যাহা স্মরি, প্রতিনিয়ত যাতে মরি
শেষে মিছে হয়ে যায়, অশোভন অপাংক্তেয়
ভজন, সাধন, কীত্তন যত মিনতি সবই তোমার
ভীতি, সংশয়ে নিবেদন মম এ আমার।

কইছে কেডায়

জর্দা খাওয়া জায়েজ আছে
বিড়ি-সিগারেট হারাম,
কথাটা কইছে কেডায়
ধইরা তারে আনান।
জর্দা-বিড়ির একই বাড়ি
ছিল না কোন আড়ি
মিলেমিশে ছিল ওরা একত্র,
যৌবনে হয় ছাড়াছাড়ি
পাত্র বুঝে হয় পাত্রস্থ।
সাইজ-টাইজ ভিন্ন হলেও
মসলা-পাতি এক,
চা-পানে রুচি মিললেও
মাদকে মিলে না নেক।
মোড়ক আর সেন্ট মেরে
যতই পাল্টাও গেট-আপ,

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর
যতই দাও সেট-আপ।
খাটবে না আর জারি-জুরি
জায়েজ করার ফতোয়াবাজি,
পাত্তি খেয়ে মজা মেরে
পিক ফেল ভক করে,
উপায় নাই পড়তে হবেই
নিকোটিনের খপ্পরে।
যতই কর তাকব্বুরি
চলবে না আর বাহাদুরি,
হারাম খেলে হবে মাড়াই
বিবেকের কাঠগড়ায়!

ঘুম নেই

নয় কোন টানাটানি হাত ধরে
নয় কোন মানামানি কানে-কানে
নয় কোন ধাঁধানো গল্পলোকে
ঘুম নেই কেন যেন এমনিতে।

নয় কোন চিঠি লেখা রাত জেগে
নয় কোন মুভি দেখা চুপিসারে
নয় কোন পাঠে ডুবে নভেলেতে
ঘুম নেই কেন যেন দুটি চোখে।

নয় কোন জাল বোনা কল্পনাতে
নয় কোন স্মৃতিচারণ প্রেয়সিতে
নয় কোন অবগাহন কামনাতে
ঘুম নেই কেন যেন চোখের পাতাতে।

নয় কোন এডিসের উপদ্রবে
নয় কোন জ্বরজারি কাঁপুনিতে
নয় কোন মশগুল হিসেবেতে
ঘুম নেই কেন যেন অজানাতে!

অযোগ্য যোগ্যের কী বুঝবে?

অযোগ্য যোগ্যের কী বুঝবে?
হায়রে চামচিকা, তোর পা এত লম্বা হলো কি করে?
তোর কাজ তুই করবি; কর–
তোর মাথায় যা আছে তাইতো ঝাড়বি; ঝাড়!
কোনো দিকে তাকাবি না খবরদার!

তোর বাপ, দাদা-পৈদাদা যা করেছে,
তারচেয়ে একটু বেশি না হলে হবে? হবে না।
তোর কারবার মানুষ হাসানি–হাসা
জুকারগিরি চালিয়ে যা নিরবচ্ছিন্নভাবে
হে হে হাসি হাস, বিনিময়ে পাস বা না পাস
টোপ ছেড়ে টালকি মারিস
গিললে পরেই লাফিয়ে উঠিস!